بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পশ্চিমারা কেন ইসলাম গ্রহণ করছে?

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু। সম্মানিত উপস্থিত অতিথিবৃন্দ, আজকের এই মহতী আলোচনা অনুষ্ঠানে আপনাদের জানাই সুস্বাগতম। এতে বক্তব্য রাখবেন, ডা. জাকির নায়েক। প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রেসিডেন্ট, ইসলামি রিসার্চ ফাউন্ডেশন, মুম্বাই, ভারত। মহান আল্লাহর কৃপায় তিনি বিভিন্ন ধর্মের পবিত্র গ্রন্থগুলোর ওপর একজন চলমান কম্পিউটার। তাঁর মস্তিষ্ক এমন-যা কম্পিউটারের চেয়ে দ্রুত কাজ করে। এখন আপনাদের সামনে পৌঁছেছেন ডা. জাকির নায়েক।

ডা. জাকির নায়েক ঃ সম্মানিত চেয়ারম্যান ও আমার শ্রদ্ধেয় মুরব্বী এবং দূর-দুরান্ত থেকে আগত আমার ভাই ও বোনেরা, আপনাদেরকে ইসলামের সম্ভাষণের রীতি অনুযায়ী স্বাগতম জানাচ্ছি–আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

পশ্চিমাদের সমস্যার সমাধান দিতে পারে কেবল ইসলাম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হলো– পশ্চিমারা কেন ইসলাম গ্রহণ করছে? আর এর উত্তরটা দেয়া যায়– মাত্র একটি বাক্যে, তা হলো– পশ্চিমারা ইসলামে দীক্ষিত হচ্ছে কারণ, তাদের দৈনন্দিন জীবনের ভয়াবহ বিভিন্নমুখী সমস্যাগুলোর সমাধান ইসলামে আছে। পাশ্চাত্যের মানুষ গুরুত্ব দেয় শারীরিক শান্তির দিকে। অর্থাৎ ভোগ-বিলাসের দিকে। তাদের গুরুত্ব শারীরিক শান্তি ও সুখের দিকে। আর পৃথিবীর অধিকাংশ ধর্মই গুরুত্ব দেয় আত্মার উন্নতির দিকে। আলহামদুলিল্লাহ, ইসলামে এ দুটোই আছে। ইসলাম আমাদের শারীরিক সুখ-শান্তির পাশাপাশি আত্মার উন্নতির দিকেও গুরুত্ব দেয়। উভয়টি গুরুত্বপূর্ণ। 'ইসলাম' শব্দটি উৎপন্ন 'সালাম' থেকে, যার অর্থ– 'শান্তি'। এর আরেক অর্থ হলো– আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা। অর্থাৎ, ইসলাম হলো নিজের ইচ্ছেকে মহান আল্লাহর কাছে সমর্পণ করে শান্তি লাভ করা। আল-কুরআন হল– আল্লাহ প্রদত্ত আসমানি গ্রন্থ। যা অবতীর্ণ হয়েছিল সর্বশেষ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ওপর। আল কুরআন সমস্ত জ্ঞানের আধার। গাফেলদের প্রতি সতর্কবাণী। বিপথগামীদের জন্য পথ প্রদর্শক। নিপীড়িতদের সান্ত্বনার বাণী। আর হতাশাগ্রস্তদের আশার আলো। এবার আলোচনা করি– পশ্চিমারা কেন ইসলাম গ্রহণ করছে? এর একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো– পশ্চিমারা মুক্তমনের মানুষ। তারা পৃথিবীর অন্যান্যদেশের মত রক্ষণশীল নয়। আল্লাহর ফজলে আমি অনেক দেশ ভ্রমণ করেছি। লোকেরা আমাকে জিজ্ঞেস করে, এসব বক্তৃতায় লোকজনের প্রতিক্রিয়া কী?

আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো মহান আল্লাহর বাণী প্রতিটি আশরাফুল মাকলুকাতের কাছে পৌঁছে দেয়া। তিনিই হিদায়াত দান করেন। আল্লাহ পবিত্র আল-কুরআনে সূরা গাশিয়াহর ২১-২২ নং আয়াতে ইরশাদ করেন–

فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ . لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ .

অর্থ ঃ তুমি (হে নবী) উপদেশ দিতে থাকো। কেননা তুমি তো একজন উপদেশ দাতা মাত্র। তুমি তাদের কর্মের নিয়ন্ত্রক নও।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সামাজিক প্রেক্ষাপটের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। প্রাচ্যের বিশেষ করে ভারতের একজন অমুসলিম যদি ইসলাম গ্রহণ করে, তবে তা পশ্চিমের পঞ্চাশ জন অমুসলিমের ইসলাম গ্রহণের সমান হবে। এর অর্থ এই নয় যে, একজন ভারতি পঞ্চাশ গুণ উপরে। যা বলতে চাচ্ছি তা হলো, প্রাচ্যের, বিশেষ করে ভারতের সমাজ ব্যবস্থা হলো রক্ষণশীল ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন। একজন লোক ইসলামকে ভালোবাসলেও পারিপার্শ্বিক সমাজকে ভয় পায়। সমাজ তাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে। তার সামাজিক, অর্থনৈতিক সমস্যা হতে পারে। এমনকি জীবন বিপণ্ন হওয়ার সম্ভব। এ সমাজের মানুষ খুবই সংকীর্ণ মনের এবং রক্ষণশীল। তাই তার পক্ষে ইসলাম গ্রহণ করা খুবই দুরূহ। কিন্তু তাই বলে তা আবার ভারতের অমুসলিমদের ইসলাম গ্রহণ না করার কোনো অজুহাত হতে পারে না। এজন্য তারাই দায়ী থাকবে। মধ্যপ্রাচ্যে এবং অন্যান্য দেশেও পশ্চিমারা আমার বক্তৃতা শুনেছেন। কয়েকটা বক্তৃতার পর কখনো কখনো একটা বক্তৃতা শোনার পর তারা ইসলামকে এতোই পছন্দ করেছে যে, সাথে সাথে ইসলাম গ্রহণ করেছে। কিন্তু মুম্বাইতে এমনটা হয় নি। পাশ্চাতে বছরের পর বছর অনেকগুলো বক্তৃতার পর অবশেষে সত্যকে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন অনেকে। ইসলাম গ্রহণ করার কারণ কিন্তু দাওয়াত প্রদানকারী নয় বরং আল্লাহ তাআলাই হেদায়াত দান করেন। এর প্রথম কারণটা হলো, পশ্চিমারা অনেক বেশি মুক্ত মনের। একই পরিবারে বাবা খ্রিস্টান হতে পারেন কিন্তু তার সন্তানেরা ইসলামে দীক্ষিত হলে তিনি কিছু মনে করেন না। তারা একই সাথে বসবাস করে। কিন্তু ভারতে এমনটা হয় না। ভারতে বাবা এক ধর্ম পালন করেন আর সন্তানেরা অন্য ধর্ম এমন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। এজন্যই বলছি যে, পশ্চিমারা মুক্ত মনের মানুষ।

আল কুরআন বিজ্ঞানের চেয়ে অনেক বেশি এগিয়ে আছে

আরেকটা কারণ হলো– পশ্চিমারা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জ্ঞানে অনেক উন্নত। আর বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইনের বাণী,

"ধর্মহীন বিজ্ঞান পঙ্গু এবং বিজ্ঞান ছাড়া ধর্ম অন্ধ।"

তাই পশ্চিমারা মনে করেন, কোনো কিছুকে বিচার বিশ্লেষণ করার সবচেয়ে বড় মানদণ্ড হলো বিজ্ঞান। আলহামদুলিল্লাহ, কুরআন মাজীদ অনেক জায়গায় বিজ্ঞানের কথা বলেছে। যদিও তা কোনো বিষয়ভিত্তিক বিজ্ঞানের ওপর কোনো গ্রন্থ নয়। আল কুরআনে রয়েছে সাইন বা আয়াত। ছয় হাজারের ও বেশি সাইন বা আয়াত রয়েছে আল-কুরআনে। যার মধ্যে হাজারেরও বেশি আয়াত বিজ্ঞানের কথা বলেছে।

আমার 'আল-কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান মানানসই নাকি বেমানান এবং 'আল-কুরআন ও বিজ্ঞানের বিরোধ এবং নিষ্পত্তি' বিষয়ক বক্তৃতাগুলোতে আমি একথা প্রমাণ করেছিলাম যে, আল-কুরআন বিজ্ঞানের চেয়ে অনেক বেশি এগিয়ে। তাহলে পশ্চিমাদের মানদণ্ড যাচাই করে আমরা প্রমাণ করতে পারি তথা আমাদের মানদণ্ড তথা আল-কুরআন বিজ্ঞানের চেয়ে অনেক বেশি এগিয়ে। তারা আজ যা বলছে, আল-কুরআন সেটা ১৪০০ বছর আগে বলেছে। তারা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে অনেক উন্নত। আমরা যদি তাদের সাথে হিকমতের সাথে কথা বলি, আলহামদুলিল্লাহ, তাহলে তারা বুঝবে আল-কুরআন বিজ্ঞানের চেয়ে অনেক বেশি এগিয়ে।

তাদের মধ্যে অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করবে। তৃতীয়ত, পশ্চিমের লোকেরা যুক্তি দিয়ে বুঝতে চায়। তারা অন্ধের ন্যায় কিছু মানতে চায় না। তারা যুক্তি দিয়ে বুঝবে, তদন্ত বা যাচাই বাছাই করবে তারপরই কোনো কিছু মেনে নেবে। তারা যুক্তিশীল, তবে কুসংস্কারে বিশ্বাস করে না। কুরআনে হাকীমের সূরা নাহলের ১২৫ নং আয়াতে 'দাওয়াতের' ব্যাপারে যুক্তির কথা বলা হয়েছে এভাবে–

ادْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ـ

অর্থ্যৎ ঃ তোমরা আল্লাহর পথের দিকে ডাক হিকমত ও উত্তম নসীহতের সাহায্যে। আর লোকদের সাথে বিতর্ক কর উত্তম পন্থায়।

আল-কুরআন যুক্তির কথা বলে। যেমন– সূরা বাকারার ২৪২ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ـ

অর্থ ঃ এভাবে মহান আল্লাহ তোমাদের জন্য তার নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা বুঝতে পার।

মহান আল্লাহ চান মানুষ যেন আল-কুরআন বুঝতে পারে এবং তারপর মেনে নেয়। সূরা ইব্রাহীমের ৫২ নং আয়াতে আল্লাহ ইরশাদ করেছেন–

বস্তুত ইহা একটি পয়গাম মানুষের জন্য। আর এটা নাযিল করা হয়েছে এ জন্য যে, এ দ্বারা তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হচ্ছে এবং তারা জেনে নেবে যে, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ শুধু একজন, আর বুদ্ধিমান লোকেরা এ ব্যাপারে সচেতন হবে।

ফলসিফিকেশন টেস্ট

কুরআন বলছে, তারা যেন বুঝে শুনে বিশ্বাস করে। আর আলহামদুলিল্লাহ, পশ্চিমের বেশির ভাগ লোক বুঝে শুনে কাজ করে এবং তারা প্রশ্ন করে থাকে। প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত তারা সেটা মানতে নারাজ। কুরআনের মধ্যেও প্রশ্ন-উত্তর উল্লেখ আছে। আপনি কুরআন পড়লে দেখবেন, সেখানে 'তায়ালু' বা 'তারা প্রশ্ন করে' রয়েছে ৩৩২ বার। আর ৩৩২ বার বলা হয়েছে 'কুল' বা বল। পশ্চিমারা মদ আর জুয়া নিয়ে প্রশ্ন করে কুরআন তার উত্তর দিয়েছে। কুরআন মাজীদ বুদ্ধিমান মানুষকে সন্তুষ্ট করে। বর্তমান যুগের মানুষ, বিশেষ করে পশ্চিমা বিশ্বের মানুষ খুবই ব্যস্ত থাকে। সব সময় নতুন দার্শনিক তত্ত্ব আর নতুন নতুন জিনিস আসছে। সবকিছু পরীক্ষা করার সময় আমাদের হাতে নেই। এখন আপনি যদি নতুন কোনো ফিলসফি কিংবা থিউরি নিয়ে আসেন, তাহলে তারা দেখবে যে, একে ভুল প্রমাণ করা যায় কি-না।

এটাকে "ফলসিফিকেশন টেস্ট বলে"। পশ্চিমারা ফলসিফিকেশন টেস্টে বিশ্বাস করে। নিত্যদিন মানুষ হাজার হাজার থিউরি আনছে। সবকিছু পরীক্ষা করার সময় কোথায়। যদি কোনোক্রমে থিউরিকে ভুল প্রমাণ করা যায়, তাহলে সেটাকে আমরা ভুল বলব। যদি ভুল প্রমাণ করতে না পারি তাহলে মেনে নেব। এ কারণেই আইনস্টাইন যখন "থিউরি অব রিলেটিভিটি "বা" আপেক্ষিকতা তত্ত্ব আবিষ্কার করলেন, তখন বলেছিলেন, আমার উদ্ভাবিত থিউরি ভুল প্রমাণ করতে পারলে মানতে হবে না। তাই ছয় বছর যাবত তারা পরীক্ষা নিরিক্ষা করল এবং মেনে নিল। আর এর ফলে তিনি নোবেল পুরস্কার পেলেন। পবিত্র কুরআনই একমাত্র ধর্মগ্রন্থ আর ইসলামই একমাত্র ধর্ম যেখানে "ফলসিফিকেশন টেস্ট" রয়েছে। আর আমি অনেক ফলসিফিকেশন টেস্টের কথা বলেছি "কুরআন কি

আল্লাহর বাণী" নামের ক্যাসেট। আমি তন্মধ্য থেকে একটি উল্লেখ করব যেটা পশ্চিমারাদেরও সন্তুষ্ট করবে। পবিত্র কুরআনের সূরা নিসার ৮২ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

অর্থ ঃ কুরআন সম্বন্ধে তবে কি তারা অনুধাবন করে না? যদি কুরআন আল্লাহ ব্যতিত অন্য কারো কাছ থেকে আসত, তাহলে সেখানে অনেক অসামঞ্জস্য থাকত।

তাই পবিত্র কুরআনকে ভুল প্রমাণ করতে চাইলে শুধুমাত্র একটা অসামঞ্জস্য বা অমিল খুঁজে বের করুন। কোন অসমাঞ্জস্য বের না করা পর্যন্ত কুরআন ভুল প্রমাণিত হবে না, যদি বলেন কুরআন আল্লাহর বাণী না এ কথা দ্বারা। পরস্পর বিরোধী কোন কিছু বের করুন, কুরআন ভুল প্রমাণিত হবে। পবিত্র কুরআনেই ফলসিফিকেশন টেস্ট আছে। বিভিন্ন যুগে কুরআনের ফলসিফিকেশন টেস্ট হয়েছে। তবে বর্তমান যুগে এই টেস্টটা আরো যথার্থ। কারণ এটা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ। পূর্বের যুগ ছিল সাহিত্য, কবিতার যুগ। সে সময় অন্যরকম ফলসিফিকেশন টেস্ট ছিল ইসলাম সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ভুলের যে অভিযোগগুলো এসেছে সেগুলো মিথ্যা ব্যতিত আর কিছুই নয়। আপনার বিজ্ঞান সম্পর্কে জানা আছে কি? ফ্রান্সিস বেকন বলেছিলেন, "বিজ্ঞান সম্পর্কে কম জানলে আপনি হবেন নাস্তিক; কিন্তু বিজ্ঞান সম্পর্কে বেশি জানলে আপনি হবেন ঈশ্বরে বিশ্বাসী।"

এ কারণেই বর্তমানে পশ্চিমা বিশ্ব সৃষ্টিকর্তার প্রচলিত ধারণার বিরোধিতা করছে; কিন্তু তারা স্রষ্টার বিরোধিতা করছে না। পূর্বেও বলেছিলাম পশ্চিমাদের সমস্যার সমাধান ইসলামে আছে। আমাদের হাতে সব সমস্যা ও তার সমাধান ব্যাখ্যা করার এত সময় নেই। আমরা কতিপয় সমস্যার কথা বলব এবং তার সমাধান নিয়ে আলোচনা করব। আমি বলেছিলাম পশ্চিমা বিশ্ব বস্তুবাদের ভেতর ডুবে রয়েছে। এটা একটা বস্তুবাদী পৃথিবী। যেখানে শারীরিক সুখ শান্তির দিকে বেশি নজর দেয়া হয়। পবিত্র কুরআনের সূরা তাওবার ৩৪ ও ৩৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে "তোমরা সম্পদ ব্যয় কর আল্লাহর রাস্তায় এবং সেই সকল মানুষকে স্মরণ কর– যারা সোনা-রূপা পুঞ্জিভূত করে এবং আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে না। তাদেরকে কঠিন শাস্তির কথা জানিয়ে দাও। তাদের সম্পদ থেকে আগুন বের হবে। আর কিয়ামতের দিনে তাদের ললাটের পেছনে ও পিঠে গরম মুদ্রার ছাপ থাকবে।"

সূরা মুলকের ২নং আয়াতে বলা হয়েছে–

الَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا

অর্থ ঃ তিনিই মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন– কে কর্মে উত্তম।

সূরা আলে ইমরানের ১৮৫নং আয়াতে রয়েছে– كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

অর্থ ঃ প্রত্যেকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে।

চূড়ান্ত পুরস্কার কিয়ামতের দিন দেয়া হবে। আর যদি কেহ জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে পারে, সেই ব্যক্তি জীবনের উদ্দেশ্য পূরণে সার্থক হবে। পার্থিব এ জীবন হচ্ছে এক ধরনের প্রলোভন।

আল-কুরআনের আলোকে মানুষের বস্তুবাদের পেছনে ছুটে চলা এক ধরনের প্রলোভন ছাড়া আর কিছু নয়। যে লোক জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে, সে জীবনে সফল।

অর্থ ব্যয়ের পদ্ধতি সম্পর্কে সূরা বনী ইসরাঈলের ২৬ ও ২৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

অর্থ ঃ নিকটাত্মীয়কে তার অধিকার দিয়ে দাও, আর মিসকীন ও সহায় (সম্বলহীন) পথিককে তার অধিকার! তোমরা অপব্যয় করো না। অপচয়কারী শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার রবের প্রতি অকৃতজ্ঞ।

আজ সমগ্র পৃথিবীতে, বিশেষ করে পশ্চিমা বিশ্বে, কারো সম্পদ থাকলে সে আরো বেশি বেশি সম্পদ অর্জন করতে চায়। নিজের অর্থ-সম্পদ দিয়ে অন্যের সম্পদ গ্রাস করা। এটাকে বলে 'ঘুষ'।

সূরা আল বাকারার ১৮৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

অর্থ ঃ তোমরা পারস্পরিক ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না, আর শাসকের সামনে তা এ উদ্দেশ্যে পেশও করো না যে, তোমরা অন্যের সম্পদের কোনো অংশ ইচ্ছে করে নিতান্ত অবিচারমূলকভাবে জ্ঞাতসারে ভক্ষণ করার সুযোগ পাবে। ঘুষ দেয়া বা নেয়া ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

সূরা হুজরাতের ১১ ও ১২ নং আয়াতে বর্ণিত আছে–

অর্থ ঃ মুমিনগণ! না কোন পুরুষ ব্যক্তি অপর পুরুষ ব্যক্তিদের বিদ্রূপ করবে, হতে পারে যে, সে তাদের তুলনায় উত্তম হবে; আর না স্ত্রীলোকেরা অন্য স্ত্রীলোকদের ঠাট্টা করবে, হতে পারে যে, সে তাদের অপেক্ষা উত্তম হবে। পরস্পরে একজন আর একজনের ওপর দোষারোপ করো না এবং না একজন অপর জনকে খারাপ উপমাসহ স্মরণ করবে। ঈমান গ্রহণের পর ফাসেকি কাজে খ্যাতি লাভ অত্যন্ত খারাপ কথা। যে ব্যক্তি এরূপ আচার-আচরণ হতে যে ব্যক্তি বিরত না থাকবে তারাই জালেম। আরো বলা হয়েছে–

অর্থঃ হে মুমিনগণ! খুব বেশি ধারণা পোষণ করা হতে বিরত থাকো। কেননা কোনো কোনো ধারণা পাপ হয়ে থাকে। তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান করো না। আর তোমাদের কেহ যেন কারো গীবত না করে। তোমাদের মাঝে এমন কেহ আছে কি, যে তার মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করবে? তোমরা নিজেরাই তো এর প্রতি ঘৃণা পোষণ করে থাকো। আল্লাহকে ভয় কর; আল্লাহ্ খুব বেশি তাওবা কবুলকারী এবং দয়াবান।

আল-কুরআন বলছে, আপনি যদি কারো পেছনে সমালোচনা করেন, তবে যেন আপনি আপনার মৃত ভাইয়ের মাংস খাচ্ছেন। মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ার চেয়ে জঘন্য পাপের কাজ আর কী হতে পারে? কারো পশ্চাতে কুৎসা রটানো, উপযুক্ত প্রমাণ ছাড়া আরো বড় অন্যায়।

মত প্রকাশের স্বাধীনতার নামে যা লেবেলে পেছন থেকে আঘাত ও কুৎসা রটানো, পশ্চিমা বিশ্বের সর্বত্র পাবেন। মানুষ একে অপরকে অপমান করছে, কুৎসা রটাচ্ছে আর বলছে এটা মত প্রকাশের স্বাধীনতা।

আল-কুরআনের সূরা হুমাযাহর ১নং আয়াতে বলা হয়েছে– وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ.

অর্থ ঃ ধ্বংস তাদের জন্য, যারা সম্মুখে ও পিছনে কুৎসা রটায়।

বর্তমানে আমরা যে সমস্যার সম্মুখীন আর যে সমস্যার কারণে অন্যান্য সমস্যাও সৃষ্টি হচ্ছে সেটা হল– 'রিবাহ' বা 'সুদ'। পশ্চিমা বিশ্বের বড় সমস্যা হলো সুদ আর তারা এ ব্যাধি পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে

দিয়েছে। এর সূচনা হয়েছিল ইংল্যান্ডের রাজার মাধ্যমে। তিনি বলেছিলেন, "আমাকে টাকা দাও সেটা আমার কাছে থাকবে। আর আমি নির্দিষ্ট হারে একটা সুদ দিব।" এভাবেই আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার শুরু হয়। পবিত্র কুরআনে সব মিলিয়ে 'রিবাহ' শব্দটি উল্লেখ আছে ৮ বার। সূরা আলে ইমরান-এর ১৩০ নং আয়াতে, সূরা নিসার ১৬১ নং আয়াতে, সূরা রুম-এর ৩৯ নং আয়াতে, তিনবার সূরা আল-বাকারার ২৭৫ নং আয়াতেও সূরা বাকারার ২৭৬ নং এবং ২৭৮ নং আয়াতে। কেন সুদ হারাম সেটা আমার বক্তৃতায় বলেছিলাম। "আল-কুরআনের নিয়ম অনুযায়ী সুদবিহীন অর্থনীতি" এ শিরোনামে।

অনেকের মতে সুদ আর ব্যবসা এক। কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। আমাদের হাতে অর্থনীতির খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে কথা বলার সময় নেই। তবে আমি শুধু আল-কুরআনের দুটি আয়াতের উল্লেখ করব। সূরা আল বাকারার ২৭৮ ও ২৭৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে–

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ - فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ -

অর্থ ঃ হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় করো আর সুদ-এর ওপর তোমাদের দাবি ছেড়ে দাও যদি তোমরা তোমরা এরূপ না করো ঃ সুদের ওপর তোমাদের দাবি না ছাড়ো, তবে আল্লাহ ও তার রাসূলের পক্ষ হতে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা। পবিত্র কুরআনে অনেক ধরনের বড় বড় গুনাহের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এ বিশেষ বড় অন্যায়ের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে, কেহ যদি সুদ নেয় বা দেয়, তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে। অর্থাৎ আপনি যদি সুদ গ্রহণ করেন, আপনি আল্লাহ ও রাসূলকে চ্যালেঞ্জ করছেন যুদ্ধের জন্য।

পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব ও শ্রদ্ধাবোধহীনতার সমস্যা

এছাড়াও পশ্চিমা বিশ্বের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখবেন যে, লোকেরা বিশেষ করে বাচ্চারা বাবা-মা'কে শ্রদ্ধা করে না। প্রাচ্যের চেয়ে পশ্চিমা বিশ্বে এ ব্যাপারটা বেশি দেখা যায়। আপনি আধুনিক বিশ্বে দেখবেন 'স্পেশাল শিশু নির্যাতন সেল'। সেখান থেকে পশ্চিমা বিশ্বে, আমেরিকা ও অন্যান্য ইউরোপিয়ান দেশে সেখান থেকে ছেলে-মেয়েরা পুলিশকে ফোন করতে পারে, তারা বাবা-মাকেও হুমকি দিতে পারে। বাবা-মাকে বলতে পারে সাবধান হয়ে যাও, নয়তো পুলিশে ফোন করব।

ইসলামে সবাইকে ভারসাম্যপূর্ণ অধিকার দেয়া হয়েছে। তাতে সন্তানের সর্বোচ্চ অধিকার আছে। স্বভাবতই শিশুরদেরকে রক্ষা করতে হবে। তবে রক্ষার নামে এখন যা হচ্ছে সন্তানের বাবা মাকে হুমকি দেয়। আল-কুরআনের বহু স্থানে বলা হয়েছে যে, বাবা-মাকে শ্রদ্ধা করা উচিত। সূরা লুকমান-এর ১৪ নং আয়াতে, সূরা আল আহকাফ-এর ১৫ নং আয়াতে, সূরা আল আনআমের ১৫১ নং আয়াতে.......। তবে বিশেষ করে আল-কুরআনে সূরা বনী ইসরাঈলের ২৩ ও ২৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا

أَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَا أُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا ۔

অর্থ ঃ আল্লাহ তোমাকে আদেশ দিচ্ছেন যে, আমাকে ব্যতিত অন্য কারো উপাসনা করো না। আর তোমার পিতা-মাতার প্রতি সদয় হও। যদি তাদের মধ্যে কেহ অথবা উভয় বৃদ্ধ হয়ে তোমার কাছে পৌছে, তাদের অবজ্ঞা করে ধমক দিও না। এমনকি 'উহ' শব্দটিও বলো না; বরং তাদের সাথে বিনয় ও সম্মানের সাথে ব্যবহার কর এবং আল্লাহর কাছে প্রার্থনা কর যে, হে আল্লাহ;; তুমি তাদের প্রতি দয়া কর যেভাবে তারা আমাদের ছোটবেলায় লালন-পালন করেছেন।

বর্তমানে পশ্চিমা বিশ্বে পিতা-মাতা যখন বৃদ্ধ হয়ে যায়; তাদেরকে তখন বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দেয়া হয়। ইসলামে বৃদ্ধাশ্রম বলতে কিছু নেই। বয়স্ক লোকদের দেখাশোনা করা সন্তান ও আত্মীয়-স্বজনের দায়িত্ব ও কর্তব্য। তাদেরকে সম্মান করতে হবে, ভালোবাসতে হবে এবং সহানুভূতিশীল হতে হবে।

পশ্চিমাদের অবাধ যৌনাচারের সমাধানে ইসলাম

পশ্চিমা বিশ্বের আরেকটা মারাত্মক সমস্যা হলো ব্যভিচার ও অবাধ যৌনাচার। পবিত্র কুরআনের বনী ইসরাঈলের ৩২ নং আয়াতে বলা হয়েছে-

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيْلًا ۔

অর্থ ঃ ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়োও না। কারণ এটা অশ্লীল এবং মন্দ আচরণ।

ব্যভিচার একটি ক্ষতিকর জিনিস যা অন্যান্য ক্ষতিকর জিনিসেরও দ্বার খুলে দেয়। তাই বলে ইসলামে সন্ন্যাসব্রত বা চিরকুমার থাকার বিধান নেই। ইসলামে বিয়ে করা বাধ্যতামূলক। হযরত মুহাম্মদ (স) বলেছেন,

অর্থ ঃ "হে যুবক যুবতীরা! যাদের বিয়ে করার সামর্থ্য আছে, তাদের বিয়ে করা উচিত। যে বিয়ে করে, সে দ্বীনের অর্ধেক আদায় করে।"

দ্বীনের অর্ধেক আদায় বা পূরণ করা বলতে তিনি (সহীহ বুখারী) বুঝিয়েছেন যে, বিয়ে আপনাকে অবাধ যৌনাচার, সমকামিতা, ব্যভিচার ইত্যাদি পাপ কাজ থেকে বিরত রাখবে। শুধুমাত্র বিয়ে করলেই স্বামী-স্ত্রী হিসেবে আপনার দায়িত্ব থাকবে। আর ইসলামে এই দায়িত্ব খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সূরা নিসার ২১ নং আয়াতে বর্ণিত আছে-

অর্থ ঃ "প্রকাশ্য পাপাচার হওয়া সত্ত্বেও) তোমরা এটা কি করে গ্রহণ করবে? অথচ তোমরা একে অন্যের সাথে অবাধে মেলামেশা করছো?

সূরা রূমের ২১ নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

অর্থ ঃ তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে এটাও (একটি) যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদেরই মধ্য থেকে স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের নিকট পরম প্রশান্তি পেতে পারো। আর তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও সহৃদ্যতার সৃষ্টি করে দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে এতে অনেক নিদর্শন রয়েছে সে সব লোকদের জন্য যারা চিন্তা-ভাবনা করে।

পুরুষদের চেয়ে মহিলার সংখ্যা বেশি

বর্তমানে পশ্চিমা বিশ্বের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো তাদের অতিরিক্ত মহিলা জনসংখ্যা। প্রাচ্যে এমনটি হয়নি। তার কারণ হচ্ছে মেয়ে শিশুর ভ্রূণ চিহ্নিত করে হত্যা করা। এ গর্হিত চর্চাটি বন্ধ হলে প্রাচ্যেও এই সমস্যা দেখা দেবে। পবিত্র কুরআন এ সমস্যারও সুন্দর সমাধান দিয়েছে। সূরা নিসার ৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً ـ

অর্থ ঃ তোমাদের পছন্দ মতো মহিলাকে বিয়ে কর দুজন, তিনজন বা চারজনকে। তবে যদি ন্যায়বিচার করতে না পার তবে শুধু একজনকে বিয়ে কর।

এ সূরার ১২৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

অর্থ ঃ এটা অসম্ভব যে, তোমরা সব স্ত্রীকেই সমানভাবে দেখতে পারবে। তাদের কারো উপর হতে মুখ ফিরিয়ে নিও না।

আলোচ্য আল-কুরআন বুঝাতে চাচ্ছে যে, এটা অসম্ভব যে, সব স্ত্রীকে সমানভাবে ভালোবাসা। এমনকি একজন মা জননি তার সন্তানদের ভালোবাসে। কিন্তু কোনো মা'ই বলতে পারে না যে, আমি আমার সকল সন্তানদের একই রকম ভালোবাসি। কম-বেশি হবেই। তবে সব মিলিয়ে কোনো অবিচার হবে না। তাই স্ত্রীদের অন্য সমস্ত ব্যাপারে যেমন টাকা-পয়সা, সময় ইত্যাদির ক্ষেত্রে ন্যায় বিচার করতে হবে। এক স্ত্রীকে বাড়ি কিনে দিলে অন্য স্ত্রীও যেন তা পায়। অনেকে আবার মনে করে একাধিক বিয়ে করা ইসলামে বাধ্যতামূলক। এটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। ইসলামে পাঁচ প্রকার কর্মের কথা বলা হয়েছে। ১. 'ফরজ' তথা বাধ্যতামূলক, ২. 'মুস্তাহাব' বা উৎসাহ দেয়া হয়েছে, ৩. 'মুবাহ' বা ঐচ্ছিক,, ৪. 'মাকরূহ' বা নিরুৎসাহিত করা হয়েছে আর ৫. 'হারাম' বা নিষিদ্ধ।

একাধিক বিয়ে করার ব্যাপারটা হচ্ছে ঐচ্ছিক। তাহলে এবার আসুন আমরা দেখি যে, কেন পবিত্র কুরআনে একাধিক বিয়ের অনুমতি দেয়া হলো।

পুরুষ ও নারীকে সমান অনুপাতে সৃষ্টি করা হয়েছে। তবে এই আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে যদি কোনো বিজ্ঞ চিকিৎসককে জিজ্ঞেস করেন, তবে তিনি বলবেন যে, মেয়ে শিশুরা ছেলে শিশুদের চেয়ে ভালোভাবে রোগ-জীবাণু প্রতিরোধ করতে পারে। তাই মেয়ে শিশুর চেয়ে ছেলে শিশু বেশি মরে যায়। দুর্ঘটনা, ধূমপান, যুদ্ধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারীদের তুলনায় পুরুষরা বেশি মৃত্যুবরণ করে। আর তাই বর্তমানে পৃথিবীতে পুরুষদের চেয়ে নারীদের সংখ্যা বেশি। বর্তমানে কয়েকটি দেশে, যেমন ভারতে পুরুষদের সংখ্যা নারীদের চেয়ে বেশি। এর কারণ অভিশপ্ত যৌতুক প্রথার প্রভাবে কেবল ভারতেই জন্মের পূর্বে আল্ট্রাসনোগ্রামের দ্বারা মেয়ে শিশুর ভ্রূণ চিহ্নিত করে দৈনিক তিন হাজারেরও বেশি মহিলার গর্ভপাত ঘটানো হয়।

অর্থাৎ ভারতে শুধু বছরে দশ লক্ষের বেশি মহিলার গর্ভপাত ঘটানো হয়, যখন বুঝতে পারে যে সন্তানটা মেয়ে। এ মেয়ে ভ্রূণ হত্যা বন্ধ হলে ভারতসহ আরো কয়েকটি দেশে নারীদের সংখ্যা পুরুষদের ছাড়িয়ে যাবে।

এক পরিসংখ্যানে, শুধু আমেরিকাতেই নারীরা সংখ্যায় ছেলেদের চেয়ে ৭৮ লক্ষ জন বেশি। শুধু নিউইয়র্কে পুরুষদের চেয়ে ১০ লক্ষ জন নারী বেশি। নিউইয়র্কের অধিবাসীদের এক-তৃতীয়াংশ হল 'গে', 'গে' মানে হলো

সমকামী। তার মানে পুরুষেরা পুরুষকে সঙ্গী হিসেবে বেছে নেয়। আমেরিকায় আড়াই কোটির বেশি পুরুষ হলো 'গে' মেয়েদের সংখ্যা এর অন্তর্ভুক্ত। এটি একটি সামাজিক ও নৈতিক বিরাট অবক্ষয়। গ্রেটবৃটেনে পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের সংখ্যা ৪০ লক্ষ জন বেশি। জার্মানিতে ৬০ লক্ষ এবং রাশিয়াতে ৯০লক্ষ জন নারী জনসংখ্যা বেশি পুরুষদের চেয়ে। মহান আল্লাহ্ ভাল জানেন পুরো পৃথিবীতে নারীদের সংখ্যা ছেলেদের চেয়ে কতজন বেশি।

মনে কর, আমি পশ্চিমাদের দর্শন মেনে নিলাম যে, একজন লোক শুধু একটাই বিয়ে করতে পারবে। যেমন– আমেরিকায় প্রত্যেক পুরুষ একটি করে মেয়েকে বিয়ে করল। তারপরও জীবন সঙ্গীবিহীন তিন কোটি নারী থাকবে। বাকিরা তাহলে কী করবে? তাদের জন্য একটা পথ খোলা থাকে, হয় তার এমন পুরুষদের বিয়ে করবে, যাদের স্ত্রী আছে। অথবা তারা হতে পারে জনগণের সম্পত্তি (বেশ্যা)।

আপনারা হয়তো বলবেন জনগণের সম্পত্তি ....? ডা. জাকির নায়েক এতো খারাপ শব্দ ব্যবহার করেছে? এর জবাবে আমি বলব সবচেয়ে ভালো যে শব্দটি ব্যবহার করা যায়, তাহল জনগণের সম্পত্তি। আমি একজন ইসলাম প্রচার কারী হওয়ার কারণে অন্য শব্দ ব্যবহার করতে পারছি না। জনগণের সম্পত্তি হওয়া ব্যতিত অন্য কোনো উপায় নেই। আর যে কোনো ভদ্র মহিলা বলবেন, তিনি প্রথমটিই বেছে নেবেন। কারণ সবার সম্পত্তি হওয়ার চেয়ে এমন একজনকে যার স্ত্রী আছে বিয়ে করা ভালো। আপনারা জানেন, পশ্চিমা বিশ্বের মানুষ রক্ষিতা রাখে। এটি খুবই সাধারণ ব্যাপার। আমেরিকায় গড়ে একজন লোকের আটজন যৌনসঙ্গী থাকে। কাউকে বিয়ে করার পূর্ব পর্যন্ত সে তার জীবনসঙ্গী। কারো হয়তো কম। দুজন বা একজন। তবে গড়ে আটজন জীবনসঙ্গী থাকে একজনকে বিয়ে করে সংসার গড়ার পূর্ব পর্যন্ত। রক্ষিতা রাখলে কোনো দায়িত্ব থাকে না। আপনি ১ জন, ১০ জন, ২০ জন যা খুশি রাখেন। সমস্যা নেই। কিন্তু যদি রক্ষিতা মহিলা হয়, তার কোনো সম্মান থাকে না। সে ছোট হয়ে যায়। যদি রক্ষিতাকে সেই মহিলার সাথে তুলনা করেন যে, মহিলা কোনো লোকের দ্বিতীয় স্ত্রী, তবে দেখবেন সে সম্মান পায়, সকলেই শ্রদ্ধা করে। তার আইনসঙ্গত অধিকারও থাকে। আমরা ইসলামে মহিলাদের উপযুক্ত সম্মান দেই। রক্ষিতার কোন সামাজিক সম্মান নেই।

সমস্যার বাস্তবসম্মত ও কার্যকরী সমাধান

একমাত্র ইসলামে মানব জাতির সব সমস্যার সমাধান রয়েছে। আপনি যদি ভালোভাবে লক্ষ্য করেন তবে দেখতে পাবেন, অধিকাংশ ধর্মই ভালো কথা বলে। ডাকাতি করো না, ঠকিয়েও না ইত্যাদি। ইসলামও একই কথা বলে। তবে ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের মূল পার্থক্য হল– ইসলাম ঐ কথাগুলো বলার পাশাপাশি আপনাকে পথ দেখাবে কীভাবে সেগুলো বর্জন করা যায়।

যেমন– সব প্রধান ধর্ম বলে যে, কোনো লোকের ডাকাতি করা উচিত নয়। আমেরিকার সংবিধান আছে, কোনো নাগরিকের ডাকাতি করা উচিত নয়। তার প্রতিকারের জন্য বিধান থাকলেও তা খুব সামান্য বা অসম্পূর্ণ।

ইসলামও বলে, আপনি ডাকাতি করবেন না। তবে ইসলামের কাছে কিছু বাস্তব ও কার্যকরি সমাধান আছে। ইসলাম বলে দেয় কীভাবে সেই অবস্থা অর্জন বা বাস্তবায়ন করবেন, যেখানে মানুষ ডাকাতি করবে না। ইসলামে যাকাতের ব্যবস্থা আছে। তা সেই ধনী লোকদের জন্য যাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ রয়েছে। ৮৫ গ্রাম স্বর্ণের আড়াই শতাংশ দান করবে প্রতি চন্দ্র বছরে। যদি ধনী লোক যাকাত দেয়, তবে পৃথিবীতে দারিদ্র বলে কিছুই থাকবে না। পবিত্র কুরআনে সূরা মায়েদার ৩৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ـ

অর্থ্য ঃ যে কোনো চোর পুরুষ এবং চোর নারী, তাদের হাত কেটে দাও।

এটা তাদের কৃতকর্মের ফল এবং আল্লাহর তরফ থেকে আদর্শ দণ্ড। পশ্চিমারা বলবে, হাত কেটে ফেলা বর্বরতা, নিষ্ঠুরতা। তারা মনে করে, সৌদি আরবে যেখানে এই আইন প্রচলিত আছে, সেখানে প্রতি দুজনের মধ্যে একজনের হাত কাটা। আমি সৌদি আরবে বেশ কয়েকবার গিয়েছি। আমি সেখানে এমন একজন মানুষকেও দেখি নি যার হাত কাটা।

অবশ্য খুব সীমিত কিছু লোক থাকবে, যারা এ শাস্তি পেয়েছে। তবে পশ্চিমারা যে রকম মনে করে তা প্রচার করে, ব্যাপারটা মোটেই তেমন না। তারা বলে, যদি কেহ ডাকাতি করে, আর যদি তার হাত কেটে ফেলা হয়, তার পরিবারের কী হবে? তার সন্তানের কী হবে? এটা খুব নিষ্ঠুরতুর কাজ। আমি বলি ইসলামই যে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। যদি কারো বাস্তব সমস্যা থাকে। ইসলামি সরকার তার পরিবারের দেখাশোনা করবে। প্রশ্ন হচ্ছে, কতজন লোকের হাত কর্তন করা হবে? আইনের কারণে কেহ ডাকাতির সাহসই পাবে না। তাহলে শাস্তিটা দেয়া হবে কাকে? কর্তন করা যেখানে থাকবে না, সেখানে শাস্তি প্রয়োগ করার কথাই কেন আসবে? আমেরিকা বর্তমানে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা উন্নত দেশগুলোর একটি। আপনি কি জানেন যে, আমেরিকায় অপরাধের হারও সবচেয়ে বেশি? আমার প্রশ্ন হল, যদি আমেরিকায় ইসলামি শরিয়ার প্রচলন করা হয় যেখানে সব ধনী লোক যাকাত দেবে। এরপরও কেহ চুরি করলে শাস্তি হিসেবে তার হাত কর্তন করা হবে। এর ফলে কি আমেরিকায় সন্ত্রাস, চুরি-ডাকাতির হার বেড়ে যাবে? কমে যাবে? একই রকম থাকবে? আর এটাই হলো কার্যকর আইন। ইসলামি শরিয়া প্রয়োগ করলে তার সুফলও পাওয়া যাবে। সে জন্যই বলেছিলাম, ইসলাম ভালো কথা বলার পাশাপাশি সেগুলো বাস্তবায়নের পথও দেখায়। আর এ কারণেই পশ্চিমাদের অনেক লোক ইসলাম গ্রহণ করছে। আপনাকে একটি উদাহরণ দিই, বেশির ভাগ দর্শন, ধর্ম এবং পশ্চিমা দেশগুলোর সংবিধানও বলে যে, আপনি মহিলাদের উত্যক্ত করবেন না, তাদের ধর্ষণ করবেন না। ইসলামও একই কথা বলে। তবে ইসলাম ধর্ম আপনাকে পথ দেখায় কীভাবে এ অবস্থা অর্জন করবেন। যেখানে লোকজন মেয়েদের উত্যক্ত করা হবে না অথবা মেয়েদের ধর্ষণ করা হবে না।

পর্দা মহিলা পুরুষ উভয়ের জন্যেই প্রযোজ্য

ইসলামে পর্দা হিসেবে হিজাবের বিধান রয়েছে। সাধারণত ইসলামের বক্তারা সব সময় মহিলাদের হিজাবের কথা বলে থাকেন। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে প্রথমে বলেছেন পুরুষের হিজাবের কথা, তারপর নারীদের হিজাব।

সূরা নূরের ৩০ নং আয়াতে বর্ণিত আছে–

قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ـ

অর্থ ঃ মুমিনদেরকে বলে দিন তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে হেফাযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানকে হিফাযত করে।

যখন কোনো পুরুষ কোনো মহিলার দিকে তাকায়, যদি তার মনে কোনো খারাপ চিন্তা আসে, আল-কুরআন বলছে যে, তাহলে তার দৃষ্টি নিচু করবে। আমার একজন বন্ধু একটা মেয়ের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে ছিল। আমি তাকে বললাম, ভাই, তুমি কী করছ? ইসলাম তো এটার অনুমোদন দেয় না। সে আমাকে বলল, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "প্রথম দৃষ্টিটার অনুমতি আছে, দ্বিতীয় দৃষ্টি হারাম।" আমি আমার প্রথম দৃষ্টির অর্ধেকও তো পূরণ করি নি। আমাদের নবী করীম (সাঃ) কি বুঝিয়েছেন যে, প্রথম দৃষ্টির অনুমতি আছে আর দ্বিতীয় দৃষ্টি নিষিদ্ধ? এর অর্থ এই না যে, আপনি একজন মহিলার দিকে দশ মিনিট ধরে চোখের পলক না ফেলে তাকিয়ে থাকবেন। আমাদের নবী করীম (সাঃ) যা বলেছেন তা হলো, যদি কোনো মহিলার দিকে হঠাৎ করে দৃষ্টি পড়ে গেল, তৎক্ষণাত দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবেন এবং তার দিকে আর দ্বিতীয়বার স্বেচ্ছায় তাকাবেন না।

এর পরের আয়াত অর্থাৎ সূরা নূরের ৩১ নং আয়াতে বর্ণিত আছে–

অর্থ ঃ হে নবী! মুমিন মহিলাদের বলেন, তারা যেন নিজেদের চক্ষুদ্বয়কে অবনমিত রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহের হেফাযত করে ও নিজেদের সাজ-সজ্জা না দেখায়। শুধু সেসব জিনিস ছাড়া যা আপনা হতে প্রকাশিত হয়ে পড়ে এবং নিজেদের বক্ষদেশের ওপর ওড়না দিয়ে ঢেকে রাখে। আর নিজেদের সাজ-সজ্জা প্রকাশ করবে না; কিন্তু শুধু এ লোকদের সামনে, তাদের স্বামী, পিতা, স্বামীদের পিতা, নিজেদের ছেলে, স্বামীদের ছেলে, নিজেদের ভাই, ভাইদের ছেলে, বোনদের ছেলে, নিজেদের মেলামেশার স্ত্রীলোক, নিজেদের দাসী, সেসব অধীনস্থ পুরুষ যাদের অন্য কোনো ধরনের প্রয়োজন নেই। আর ঐসব বালক যারা মহিলাদের গোপন বিষয়াদি সম্পর্কে এখনো সচেতনতা লাভ করেনি। তারা নিজেদের পা মাটির ওপর অবগত আছে চলাফেরা করবে না, এমনকি নিজস্ব যে সৌন্দর্য তারা গোপন করে রেখেছে, মানুষেরা তা অবগত আছে। হে মুমিন ব্যক্তিরা! তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাও, আশা করা যায় তোমরা কল্যাণ লাভ করবে।

হিজাব সম্পর্কে আল-কুরআন ও সহীহ হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে। প্রধানত নিয়ম ছয়টি।

১. পুরুষের জন্য নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে রাখতে হবে। মহিলাদের জন্য মুখ আর হাতের কব্জি ছাড়া সমস্ত দেহ ঢাকতে হবে। এছাড়া আরও পাঁচটি নিয়ম রয়েছে যা পুরুষ ও মহিলার জন্য একই।

২. যে সব পোশাক পরিধান করবে তা কোন প্রকার আঁটসাঁট হবে না যে, তাদের শরীরের গড়ন বোঝা যাবে।

৩. পোশাক পরিচ্ছদ সচ্ছ হবে না, যাতে ভেতর থেকে দেখা যায়।

৪. পোশাক পরিচ্ছদ আকর্ষণীয় হবে না যা বিপরীত ব্যক্তিকে আকর্ষণ করে।

৫. পোশাক পরিচ্ছদ এমন হবে না, যা অমুসলিমদের মতো, যেমন ঃ খ্রিস্টানদের মতো ক্রস পরতে পারবে না।

৬. এমন পোশাক পরিধান করা যাবে না, যা বিপরীত ব্যক্তিকে পোশাকের মতো। হিজাব বলতে শুধু পোশাক বোঝায় না। কোন ব্যক্তির আচরণ, ব্যবহার, দৃষ্টিভঙ্গি এমনকি অভিপ্রায়কেও বুঝায়। পোশাক পরিচ্ছদের পাশাপাশি চোখ, মন, চিন্তা এমনকি হৃদয়েরও হিজাব থাকবে।

সূরা আহজাবের ৫৯ নং আয়াতে মহিলাদের হিজাবের ব্যাপারে বর্ণিত আছে–

অর্থাৎ, হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীগণকে ও মুমিন নারীগণকে বলুন, তারা যেন নিজেদের ওপর চাদরের আঁচল ঝুলিয়ে দেয়। ফলে তোদেরকে চেনা যাবে এবং উত্যাক্ত করা হবে না।

মনে করুন, কুয়ালামপুরের সড়ক পথে দুজন সহদর বোন হেটে যাচ্ছিল। একজন ইসলামিক হিজাব পরিধান অবস্থায় আছে– পুরো দেহ ঢাকা শুধু মুখ ও হাতের কব্জি বাদে। আর অন্য বোনটি পোশাক পরিচ্ছদ পরিধান আছে আধুনিক পদ্ধতি স্কার্ট আর মিনি। তারা দু'জনেই সড়ক পথে হেঁটে যাচ্ছে। পথের বখাটে মাস্তান দাঁড়িয়ে আছে উত্যক্ত করার জন্য, শিকারের আশায়। এখন বলুন বোনদের ভেতর কোন বোনকে সে উত্যক্ত করবে? এটাই স্বাভাবিক যে, সে মিনি স্কার্ট পরা বোনটিকে উত্যক্ত করবে।

ধর্ষণের শাস্তি কেন মৃত্যুদণ্ড হওয়া উচিত

পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছে, যদি কোনো ব্যক্তি কোন মহিলাকে ধর্ষণ করে, এর শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড। পশ্চিমারা তথা অমুসলিমরা বলবে, মৃত্যুদণ্ড.....? ইসলাম একটা বর্বরসুলভ ধর্ম। কিন্তু আমি অনেক পশ্চিমাকে তথা অমুসলিমকে জিজ্ঞেস করেছি। মনে করুন, আল্লাহ না করুন, কোন ব্যক্তি আপনার স্ত্রী অথবা মাকে অথবা বোনকে ধর্ষণ করে। তখন আপনিই সেখানে বিচারক হোন। ধর্ষককে আপনার সম্মুখে আনা হলে আপনি তাকে কী শাস্তি প্রয়োগ করবেন? তখন তারা সবাই বলেছে, সেই ধর্ষককে মৃত্যুদণ্ড প্রয়োগ করবেন।

কেউ কেউ বলেছে, তারা দ্বীমুখী কঠিন শাস্তি দিয়ে মারবে। তারা এমন বলে কেন? কেন এই দ্বীমুখী নীতি? অন্য কারো স্ত্রী বা মাকে ধর্ষণ করা হলে বলে, ওহ! মৃত্যুদণ্ড একটা বর্বরসুলভ আইন। আর নিজের স্ত্রীকে ধর্ষণ করলে তাকে আপনারা মৃত্যুদণ্ড দিতে কুণ্ঠাবোধ করে না। কেন এই দ্বিমুখী নীতি? মাত্র একজন লোক, এখন পর্যন্ত মাত্র একজন পশ্চিমাবাসী আমাকে আলাদাভাবে জবাব দিয়েছেন। তিনি আমাকে বলেছেন যে, "প্রথমে যদি কেউ আমার স্ত্রীকে ধর্ষণ করে তাকে আমি সাত বছরের কারাদণ্ড দিব। এরপরও যদি আমার স্ত্রীকে ধর্ষণ করে, তখন তাকে মৃত্যুদণ্ড দিব।" আমি তখন তাকে বললাম, ভাই তুমি কি আমেরিকার পরিসংখ্যান সম্পর্কে অবগত, যা আমি অবগত আছি? যদি কেউ ধর্ষণ করার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়, আমেরিকার সরকার তাকে সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড। কিন্তু পরিসংখ্যান আমাদের বলে যে, ধর্ষণের দায়ে সাজাপ্রাপ্ত অপরাধীরা জেল খাটার পর যখন মুক্তি পায়, তাদের মত শতকরা ৯৫ জনই পুনরায় ধর্ষণ কাজে লিপ্ত হয়। আমি সেই পশ্চিমাকে বলেছিলাম, যদি আপনি চান আপনার স্ত্রী বার বার ধর্ষিতা হোক সেটা আপনার ব্যাপার। তাকে সাত বছর জেল দিয়ে আবার ধর্ষণ করার জন্য মুক্তি দেবেন? তবে আপনি সেই আইন প্রয়োগ করুন। সে যখন এ ধরনের পরিসংখ্যান শুনলো, তখন বলতে বাধ্য হল, এই যদি অবস্থা হয়, তাহলে আমি তাকে মৃত্যুদণ্ড দিব।

বর্তমান সময়ে, আমেরিকায়, এফ. বি. আই এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯৯০ সালে এক লক্ষ দুই হাজার পাঁচশো পঞ্চান্নটি ধর্ষণের মামলা রিপোর্ট করা হয়েছে। এমনকি, যে রিপোর্ট মোট ধর্ষণের ঘটনার মাত্র ১৬ ভাগ মামলা রিপোর্ট করা হয়েছে। অর্থাৎ ১৯৯০ সালে ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ৬ লক্ষ ৪০ হাজার ৯ শত ৬৮টি। তখন গড়ে প্রতিদিন ১ হাজার ৭ শত ৫৬টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। ১৯৯২-৯৩ সালে প্রতিদিন গড়ে ১ হাজার ৯ শতেরও বেশি ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। অর্থাৎ প্রতি ১.৩ মিনিটে ধর্ষণের ঘটনা ঘটছে। আমরা এখানে আছি প্রায় ১ ঘন্টা। এ সময়ে ৪০টির বেশি ধর্ষণ হয়েছে আমেরিকার বুকে।

যতগুলো ঘটনা ঘটছে, তার মামলা করা হয়েছে ১৬%। যতগুলো মামলা রিপোর্ট করা হয়েছে তার ১০% গ্রেফতার হয়েছে। অর্থাৎ ধর্ষকদের মাত্র ১.৬% গ্রেফতার হয়েছে। যারা গ্রেফতার হয়েছে তাদের ৫০% মুক্তি পেয়েছে বিচার হওয়ার আগেই বিনা বিচারে। প্রকৃতভাবে দেখা যায় মাত্র .০৮ শতাংশ ধর্ষকের বিচার হয়েছে।

এর অর্থ হলো, যদি একজন মানুষ ১২৫টি ধর্ষণ করে, তার গ্রেফতার এবং বিচার হওয়ার সম্ভাবনাও মাত্র ১%। ১২৫টি ধর্ষণ করলেন আর মাত্র একবার শাস্তি পেলেন। কেউ ১২৫টি ধর্ষণ করবে আর সরকার তাকে শাস্তি দেবে এর সম্ভাবনা ১%, বেশ সুন্দর নিয়ম। আর যাদের বিচার হয়, তাদের ৫০% শাস্তি পায় ১ বছরের কম কারাদণ্ড। আইনে সাত বছরের কারাদণ্ড থাকলেও বিচারক বলে যে, সে প্রথমবার ধর্ষণ করেছে, শাস্তি একটু কমই দিই।

১২৫টি ধর্ষণ করলে সে একবার বিচারের সম্মুখীন হয়। আর বিচারক বলে একটু নরম হই। প্রথমবার ধর্ষণ করেছে। এটা হলো আমেরিকার এফবিআই– এরই পরিসংখ্যান। আমার কথা হলো, যদি আমেরিকায় ইসলামিক শরিয়া প্রয়োগ করা হয়, যখনই কোনো পুরুষ কোনো মহিলাকে দেখবে সে দৃষ্টি নিচু করবে, মহিলারা হিজাব পরিধান করবে। সম্পূর্ণ দেহ থেকে মুখ আর হাতের কব্জি বাদে। তারপরও যদি কেউ ধর্ষণ করে, তার শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড। তাহলে আমেরিকায় ধর্ষণের হার কি বেড়ে যাবে? নাকি একই রকম থাকবে? নাকি কমবে? নিশ্চয়ই কমবে। এটাই যথোপযুক্ত আইন। আপনি ইসলামি শরিয়া মোতাবেক চললে সাথে সাথে ফল উপভোগ করতে পারবেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমি পূর্বেও বলেছি, ইসলাম মানব জাতির কল্যাণের জন্য সকল প্রকার সমস্যার সমাধান দেয়।

পশ্চিমের ভয়াবহ মাদক সমস্যা

পশ্চিমা দেশগুলোর বড় সমস্যা হল মাদক। এ সমস্যার কারণে অন্যান্য সমস্যাও সৃষ্টি হয়।

পবিত্র কুরআনে সূরা মায়েদার ৯০ নং আয়াতে বর্ণিত আছে–

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

অর্থাৎ, হে মু'মিনগণ! মদপান ও জুয়া ঘৃণ্য বস্তু। মূর্তি পূজার দেবী ও ভাগ্য নির্ধারক তীর এগুলো শয়তানের কর্ম, এগুলো বর্জন কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।

আল-কুরআনে ঘোষিত হয়েছে, মদপান, জুয়া, ভাগ্য গণনা এগুলো শয়তানের কর্মকাণ্ড। এ কর্মগুলো বর্জন কর যেন তোমরা সফল হও। মস্তিষ্কের একটা অংশ রয়েছে যা আপনাকে অনুচিত কাজ করতে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। যেমন ধরুন, আমার যদি এখন প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে হয়, মন বলবে এখানে করো না, টয়লেটে যাও। কারো সাথে অসৌজন্যের সাথে কথা বললে, মন বলবে, শ্রদ্ধার সাথে কথা বল। যখন আপনি মদপান করেন, মস্তিষ্কের এই অংশটা নিস্তেজ হয়ে পড়ে অ্যালকোহলের জন্য। আর আপনি অনেক মদ্যপ পাবেন, যারা জামা-কাপড়েই প্রসাব করে। কথা বলে অশ্লীল ভাষায়। বাবা-মাকে অশ্রদ্ধা করে। সামনে কে আছে পরোয়া করে না। মুখে তার যা আসে তাই বলে।

মস্তিষ্কের সজাগ অংশটা নিস্তেজ হয়ে পড়ে। অন্য এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, আমেরিকায় যে ধর্ষণ সংঘটিত হয় তার বেশিরভাগ মানে শতকরা ৯৫ ভাগের বেশি ধর্ষণ সংঘটিত হয় সে যখন মাতাল থাকে সেই অবস্থায়। সাধারণত ধর্ষক মাতাল থাকে নতুবা দুর্বল জন। আর এর প্রায় সব ঘটনাই অজাচার হল নিকটাত্মীয়ের সাথে যৌনকর্ম। বাবা-মেয়ে, মা-ছেলে, ভাই-বোন। এ সমস্ত ঘটনা তখনই হয় যখন মানুষ মাতাল অবস্থায় থাকে। বর্তমান বিশ্বের আধুনিক এইডসের অন্যতম একটি কারণ হলো অ্যালকোহলিজম। এটা খুবই বিপদজনক

একটা রোগ। কেউ কেউ হয়তো বলতে পারে আমরা তো সামাজিকভাবে মদ্যপান করি। এর অর্থ হল মাঝে মাঝে একটু খাই। কিছু লোক বলে, ঠাণ্ডা দেশে যেহেতু অনেক ঠাণ্ডা, তাই এক পেগ খাই। আমি তাদের বলি তাহলে ফায়ার প্লেসের পাশে গিয়ে বসুন। আর যদি পান করতে হয়, তাহলে মধু খান। এতে আপনি এলকোহলের চেয়ে বেশি গরম অনুভূত হবে। কোনো ধাক্কা পাবেন না যেটা বিয়ারে পাবেন। কিছু পশ্চিমা লোক আমাকে বলে, দেখেন জাকির ভাই, ইসলাম গ্রহণে আপত্তি নেই; কিন্তু আমি অ্যালকোহল পরিত্যাগ করতে পারবো না।

কতিপয় ব্যক্তি আছে যারা এমন ধরনের অজুহাত দিবে ইসলাম গ্রহণ না করার জন্য। আমি বলেছিলাম, মনে করুন, আমি আপনাকে অ্যালকোহল গ্রহণ করার অনুমতি দিলাম। অ্যালকোহল গ্রহণ করতে পারবেন আপনি মুসলিম হয়েও। এর ফলে কি আপনি ইসলাম গ্রহণ করবেন? সে চুপ হয়ে যায়। শুধু একটি কারণেই ইসলাম গ্রহণ করছে না তানা, ইসলাম গ্রহণে যদি মদপানই একমাত্র বাধা হয় সমস্যা নেই। আমি আপনাকে অনুমতি দিলাম কোনো সমস্যা নেই। ইসলামের অন্য কর্তব্যগুলো যথারীতি পালন করুন। আল্লাহ মানুষের ইসলাম গ্রহণ না করার অজুহাতগুলো দেখবেন না। তবে ইসলামে এ সমস্যার প্রকৃত সমাধান রয়েছে।

কতিপয় ব্যক্তি বলে, আমার বাবা একজন সামাজিক মদ্যপান কারি। অনেকদিন ধরেই মদ্যপান করছে। আমি তাদেরকে বলি, প্রত্যেক মদ্যপায়ী যদি তার সাক্ষাৎকার নেন, কোন চিকিৎসককে জিজ্ঞেস করতে পারেন, কোনো ব্যক্তিই অ্যালকোহলিক মধ্যপ হওয়ার জন্য মদ পান শুরু করে না। শুরু করে একজন সামাজিক মদ্যপানকারী হিসেবে। আর অনেকেই শেষে মদ্যপ হয়ে যায়। সে হয়তো বলবে তার ইচ্ছেশক্তির খুব জোর। সপ্তাহে মাত্র এক কাপ বা দুই কাপ খান আর কখনো মাতাল হন না। আমি বলব যে, কোনো মানুষ, যদি সে সামাজিক মদ্যপানকারী হয়। অন্ততপক্ষে জীবনে একবার যদি কোনো অন্যায় করে যেমন ধর্ষণ অথবা অজাচার। সে ভদ্রলোক হয়ে থাকলে নিজেকে কি কোনো দিন নিদোষ প্রমাণ করতে পারবে? ক্ষতি যা হবার হয়ে গেছে তা আর পূরণীয় নয়।

মনে করুন, মাতাল অবস্থায় পিতা কন্যার সাথে অজাচার করলো, সে কি কখনো নিজেকে নির্দোষে প্রমাণ করতে পারবে? তাই আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ইবনে মাজাহ, খণ্ড ৩, হাদিস ৩৩৯২ নং এ বর্ণিত আছে–

"যেটা বেশি খেলে তুমি মাতাল হও, সেটা কম খাওয়াও নিষিদ্ধ, এখানে কোনো অজুহাত চলবে না।" নবী করীম (সাঃ) ইবনে মাজাহ-এর খণ্ড তিন অধ্যায়-৩০, হাদিস– ৩৩৭১-এ আরো বলেছেন, "মাদকদ্রব্য হচ্ছে সকল অন্যায়ের মূল।"

মাদক দ্রব্যের কারণেই বর্তমানে আমাদের সমাজে এতো অন্যায়। টিজ করা, ধর্ষণ, অসুখ অনেক কিছু। হাদিস নং ৩৩৮০–এ বলেছেন, "দশ প্রকার মানুষ হলো অভিশপ্ত। যেমন ঃ

১. যারা অ্যালকোহল গ্রহণ করে থাকে,

২. যারা অ্যালকোহল প্রস্তুত করে,

৩. যারা অন্যের জন্য প্রস্তুত করে

৪. যারা পান করে,

৫.. যারা বহন করে,

৬. যারা অপরের জন্য বহন করে,

৭. যারা পরিবেশন করে,

৮. যারা বিক্রি করে,

৯. যারা এই মদ বিক্রি থেকে লভ্যাংশ পায় এবং

১০. যারা অন্যের জন্য ক্রয় করে। এসব ধরনের মানুষের ওপর মহান আল্লাহর অভিশাপ রয়েছে।"

এমন অসুখ রয়েছে যাতে মানুষ আক্রান্ত হতে পারে যদি মাদকদ্রব্য নেয়– যেটা সম্পর্কে পশ্চিমা বিশ্বও অবগত। এর ওপর আলোচনা করলে একমাত্র অসুখের নামের তালিকা করলেই দিন পেরিয়ে যাবে। আমি সামান্য কয়েকটার নাম উল্লেখ করছি। খুব জটিল অসুখ হলো লিভার সিরোসিস। গলায় টিউমার, মাথায় ও ঘাড়ে টিউমার, পাকস্থলিতে, লিভারে টিউমার। ইউমেফ্র্যাজাইটিস, গ্যাস্টাইটিস, প্যানকার্টাইটিস, হেপাটাইটিস, কার্ডিও মায়াপ্যাথি, এনজায়না, হাইপারটেনশন, আরথ্রো সিরোসিস। এ সব অসুখই অ্যালকোহলের সঙ্গে যুক্ত। মদের সাথে সম্পর্ক আছে স্ট্রোক, ফিট হওয়া, প্যারালাইসিস অ্যাপোপ্লেক্সির হতে পারে ওয়াটনিক্স কাসকো সিনপ্রোম এর দ্বারা রোগী অতীতের ও বর্তমানের কথা ভুলে যায়। হতে পারে থাইসেন ডেফিশিয়েন্সি। প্যালগ্রা, বেরি বেরি, ডেলিরিয়াম ইন্টারমিনেন্স, অপারেশনের পর ইনফেকশন। যখন সে মদ্যপান পরিত্যাগ করতে চায় আর এরকম অবস্থায় খুব আধুনিক হাসপাতালেও সে মারা যেতে পারে।

বিভিন্ন এন্ড্রোকাইনাল সমস্যা যেমন মিক্সোডিমা, হাইপোথারডিজম, কাসকি সিনড্রোম ইত্যাদির প্রকোপ দেখা দিতে পারে। হতে পারে ফলিক এসিড ডেফিশিয়েন্সি– যার সঙ্গে মাইক্রোসারন্টিক এনিমিয়া। হতে পারে প্লেটলি ডিজঅর্ডার, থাম্বোসাইটাপিনিয়া। ফ্লাজিল বা মেটেওনিডাজল সাধারণ ওষুধ কাজ করবে না যদি সে নিয়মিত অ্যালকোহল সেবন করে। অ্যালকোহল সেবন করলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বিলুপ্ত হয়ে যায়। ফুসফুসের নানা ধরনের রোগ হতে পারে। এরকম সময়ে কফ ফুসফুসে চলে যেতে পারে। হতে পারে লং লং অ্যাবসিসি, এনফেসিমা। মানুষ এসব রোগে মৃত্যুবরণ করে। অ্যালকোহল মহিলাদের আরো বেশি ক্ষতি করে। গর্ভবতী অবস্থায় অ্যালকোহল পান করলে হতে পারে অ্যালকোহল ফিটা সিনড্রোম। এর ফলে সন্তানেরও ক্ষতি সাধন হতে পারে। চর্মরোগ হতে পারে। নানাবিধ অসুখ হতে পারে। আপনি এই অসুখগুলোর তালিকা করবেন কয়েকদিন, আলোচনা করবেন কয়েক মাস ধরে। তবে, পশ্চিমা চিকিৎসকগণ বলছে, অ্যালকোহলিজম একটা অসুখ, অ্যাডিক্শন নয়।

আপনাদের যেমন টাইফয়েড হতে পারে, টিউবার ফুলোসিস হতে পারে, আর আমরা সাধারণত অসুস্থ ব্যক্তিদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করি। বেচারা টাইফয়েড হয়েছে, অসুখে পড়ে কষ্ট পাচ্ছে। চিকিৎসকরা বলে থাকেন অ্যালকোহলিজম একটা অসুখ। আমি তাদেরকে জানিয়ে দিতে চাই, অ্যালকোহলিজম অসুখ হয়ে থাকলে এটাই একমাত্র অসুখ যা বোতলে বিক্রি হয়। এটাই একমাত্র অসুখ যার দ্বারা নানা দেশের সরকার আয় করে পশ্চিমা সরকারগুলোর সাহায্যে। এটাই একমাত্র অসুখ যার বিজ্ঞাপন দেখানো হয় টেলিভিশনে, রেডিওতে। খবরের কাগজে আর ম্যাগাজিনে। এটাই একমাত্র রোগ যার কারণে হাইওয়েতে অ্যাক্সিডেন্ট হয়। এটাই একমাত্র রোগ যা পরিবার ধ্বংস করে দেয়। এটাই একমাত্র অসুখ যা ভাইরাস বা রোগ জীবাণুতে ছড়ায় না। এটা কোনো রোগ নয়।

আল-কুরআনের সূরা মায়িদার ৯০ নং আয়াতে বর্ণিত আছে–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, মূর্তিপূজা, ভাগ্য নির্ধারক তীর (এসব রোগ নয়) ঘৃণ্য এবং শয়তানের কর্মকাণ্ড। সুতরাং এগুলো থেকে দূরে থাক। তবেই তোমরা কামিয়াব হতে পারবে।

ইসলামে এর পরিপূর্ণভাবে সমাধানও আছে। আর তা হলো সালাতে। সালাত শুধু প্রার্থনাই নয়, প্রার্থনা মানে মুক্তির জন্য সাহায্যের আবেদন করা। সালাতে সাহায্য চাওয়ার সাথে সাথে আমরা আল্লাহর সঠিক দিক নির্দেশনা চাই এবং তার প্রশংসা করি। এজন্য সালাতকে আমি বলি এক প্রকার প্রোগ্রামিং, এক প্রকার কন্ডিশনিং কোন ব্যক্তি যদি বলে, আপনি কোথায় যাচ্ছেন? উত্তর প্রোগ্রামিং–এ যাচ্ছি। জবাবটা ভালো শোনায় না সেজন্যে লোকে প্রার্থনাকে সালাত করে সালাতের পুরো অর্থ বোঝা যায় না। সালাতে আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়। যখন ইমাম সূরা ফাতিহার পর বিভিন্ন আয়াত তিলাওয়াত করেন, তিনি সূরা বাকারা ১৮৮ নং আয়াত পড়তে পারেন যে, তোমার সম্পদ বিচারকগণের নিকট পেশ করো না" অর্থাৎ ঘুষ দিয়ো না। সূরা মায়িদার ৯০ নং আয়াত পড়তে পারেন, মদ্যপান ও জুয়া শয়তানের ক্রিয়াকর্ম।

আমরা বার বার প্রোগ্রামিং হচ্ছি। কারণ, পৃথিবী এমনভাবে প্রলুব্ধ করে যাতে করে হয়তোবা আমরা বিপথে চলে গেলাম। সে জন্য মহান আল্লাহ আমাদের সমাধান দিয়েছেন। কিভাবে আমরা সঠিক পথে অবস্থান করব বর্তমান সময়ে পশ্চিমা বিশ্ব সবচেয়ে বেশি ভয় পায় ইসলামকে। আপনি জানেন, কেন? কারণ, যে আনন্দ বিলাসের শীর্ষে তারা আছে, সব ক্ষতিকর জিনিসই তাদের সমাজে বিদ্যমান। তারা ভয় পায় যদি ইসলাম ছড়িয়ে যায়, এদের অপকর্ম বন্ধ হয়ে যাবে। অ্যালকোহল, মদ, চুরি, ডাকাতি, ধর্ষণ বন্ধ হয়ে যাবে। রেডিও, টেলিভিশন, ম্যাগাজিন, খবরের কাগজ সর্বত্র ইসলামের বিরুদ্ধে বলছে। ইসলামের নিন্দা করছে। কোথাও বোমা বিস্ফোরণ ঘটলে সেটা অবশ্যই কোনো মুসলিম করেছে। মুসলিমরা মৌলবাদী আর সন্ত্রাসী। এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওকলাহোমা বোম্বিং-এর সময়ও। খবরের কাগজের প্রধান হেড লাইন ছিল– মধ্যপ্রাচ্যের ষড়যন্ত্র। কিছুদিন পর প্রকাশিত হল কাজটা একজন আমেরিকার সৈন্যের। কিন্তু এটা খবরের কাগজের মাঝখানে এসেছিল, হেডলাইন হয় নি।

মুসলমানদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার

মুসলিমরা মৌলবাদী এটা হেডলাইনে আসবে এর প্রকৃত কারণ ভেতরে। এরকম খবরও শুনে থাকবেন যে, পঞ্চাশ বছরের একজন মুসলিম ষোলো বছরের এক মেয়েকে বিবাহ করেছে। ছোট করে লেখা যে অনুমতি নিয়ে। খবরের কাগজের প্রকাশিত হেড লাইন হবে এটা। অপরদিকে পঞ্চাশ বছরের অমুসলিম কোন ব্যক্তি ছয় বছরের একটা মেয়েকে ধর্ষণ করে। এ খবরটা ছোট করে আসবে। কাগজের কোনো এক কোণায়। অনুমতি নিয়ে যদি বিয়ে করেন, মেয়ে, বাবা-মায়ের অনুমতি, তারপরও সেটা অন্যায়। তার মানে হলো পশ্চিমা বিশ্বের নেতারা ইসলামের কুৎসা বা অপবাদ প্রচারে ব্যস্ত। মুসলিমরা মৌলবাদী, মুসলিমরা সন্ত্রাসী। ইসলাম মহিলাদেরকে ছোট করে দেখে, এসব এর উত্তর আমি দিয়েছি আমার 'ইসলামে মহিলাদের অধিকার' ক্যাসেটে।

পশ্চিমারা ফিরে আসছে ইসলামে

ইসলাম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার উপর যে ভাষণ দিয়েছিলাম সেখানেও পাবেন। পশ্চিমা নেতারা সব সময় ইসলামের বিরুদ্ধে থাকলেও আলহামদুলিল্লাহ অনেক পশ্চিমাই বর্তমানে ইসলাম গ্রহণ করছে। কেন পশ্চিমারা ইসলামের নিকট আসছে? পশ্চিমারা ইসলামের নিকট আসছে না তারা ইসলামের নিকট ফিরে আসছে। কারণ আমাদের মহানবী (সাঃ) বলেছেন– كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ

"প্রত্যেক মানুষ দ্বীন-উল-ফিতর নিয়ে জন্মায়"।

অর্থাৎ আল্লাহর ধর্ম, মুসলমান হয়ে জন্মগ্রহণ করে। পরবর্তী সময় তার বাবা-মা আর প্রতিবেশীর ব্যক্তিদের প্রভাবের সে শুরু করে দেয় মূর্তিপুজা বা আগুন পূজা। তাই অনেকে বলে 'কনভার্ট'' আর আমি বলব 'রিভার্ট'। 'কনভার্ট' হল এক পথ থেকে অন্য পথে যাওয়া। 'রিভার্ট' হল আর সঠিক পথে ফিরে আসা।

পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে–

"আমি তোমার ওপর অবতীর্ণ করেছি সত্যসহ কিতাব, মানবজাতির নির্দেশনার জন্য।শুধু মুসলমান, আরব বা পশ্চিমাদের নির্দেশনার জন্য না সমগ্র মানব জাতির জন্য।"

মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) শুধু আরবদের বা পশ্চিমাদের নবী নয়, তিনি সমগ্র বিশ্বজগতের নবী।

পবিত্র কুরআনের সূরা আল আম্বিয়ার ১০৭ নং আয়াতে বর্ণিত আছে–

وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ -

অর্থাৎ, আমি তোমাকে বিশ্বজগতের প্রতি কেবল রহমত রূপে প্রেরণ করেছি।

পবিত্র কুরআনের সূরা সাবায় ২৮ নং আয়াতে বর্ণিত আছে–

অর্থাৎ, আমি তোমাকে প্রেরণ করেছি সমগ্র মানবজাতির জন্য, তাদের প্রতি সুসংবাদাতা ও সতর্ককারীরূপে কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।

এজন্য সঠিক আর নির্ভুল শব্দটা হবে রিভার্ট। সে জন্য আমি বলব পশ্চিমারা আসছে না, পশ্চিমারা ধাবিত হচ্ছে ইসলামের দিকে। ইসলাম শুধু পশ্চিমাদের জন্যও নয়। ইসলাম সমগ্র মানবজাতির জন্য।

পবিত্র কুরআনের সূরা ইব্রাহীমের ১ নং আয়াতে বর্ণিত আছে–

الٓرٰ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ -

অর্থাৎ, আলিফ-লাম-রা। এ গ্রন্থ তোমার ওপর অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি মানবজাতিকে অন্ধকার থেকে আলোতে বের করে আনতে পারো।

পবিত্র কুরআনে সূরা বাকারার ১৮৫ নং আয়াতে বর্ণিত আছে

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ -

অর্থাৎ, রমজান মাসে পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী রূপে। সমগ্র মানবজাতির পথের দিশারী রূপে।

পশ্চিমে সবচেয়ে বেশি প্রসার লাভ করছে ইসলাম

ইসলাম ধর্ম সমগ্র মানবজাতির জন্য। এ কথাটাই একবার মুদ্রিত হয়েছিল 'প্লেইনট্রুথ' ম্যাগাজিনে। রেফারেন্স ছিল। রিডার্স ডাইজেস্ট অ্যালামনাই ইয়ারবুক ১৯৮৬, সেখানে পরিসংখ্যান ছিল, প্রধান প্রধান ধর্মগুলোর অনুসারীর সংখ্যা কি পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে? এক নম্বরে ছিল ইসলাম ২৩৪%। খ্রিস্টান ধর্ম মাত্র ৪৭%। আজ আমেরিকাসহ ইউরোপের সবখানে যে ধর্মের প্রসার সবচেয়ে বেশি সেটা হলো ইসলাম।

আল্লাহ ঘোষণা করেছেন সূরা সাফ-এর ৯ নং আয়াত এবং সূরা আত তওবার ৩৩ নং আয়াতে–

هُوَ الَّذِيْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ ـ

অর্থাৎ, আল্লাহ তার রাসূলকে প্রেরণ করেছেন হিদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ।

এর ফলে ইসলাম অন্য সব মতবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। তা হতে পারে নাস্তিকতা, ধর্মনিরপেক্ষতা, মার্কসিজম, কম্যুনিজম, পশ্চিমাবাদ, পুঁজিবাদ ইসলাম সবার উপরে অবস্থান করে, সবার উপরে বিজয়ী হয়। "যদিও মুনাফিকগণ এটা অপছন্দ করে। যদিও পূজারিগণ এটা অপছন্দ করে। "সূরা তওবার-এর ২৯" নং আয়াতে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন,

هُوَ الَّذِيْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ ـ

অর্থাৎ, আল্লাহ তার রাসূলকে প্রেরণ করেছেন হিদায়েত ও সত্য দ্বীনসহ যেন ইসলাম অন্য সব মতবাদের ওপর থাকে।

হয়তো আজ হিন্দুধর্ম, ইহুদিধর্ম, খ্রিস্টানধর্ম, কম্যুনিজম, ধর্মনিরপেক্ষতা, নাস্তিকতা, পশ্চিমাবাদ ইসলাম সব কিছুর উপরে অবস্থান করছে। আল্লাহ সাক্ষী দিচ্ছেন যে, এই ইসলাম ধর্ম পরিপূর্ণভাবে পৃথিবীর সর্বত্র বিরাজ করবে।

আমার কথা শেষ করার আগে পবিত্র কুরআনের সূরা আলে ইমরানের ১৯ নং আয়াতে কারিমা পাঠ করছি–

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ـ

অর্থাৎ, নিঃসন্দেহে ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র দ্বীন।

ওয়া আখিরুদ্দাওয়ানা ওয়ানিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

প্রশ্নোত্তর পর্ব

বহুবিবাহের মাধ্যমে কী পুরুষ নিজেকে পরীক্ষায় ফেলে?

প্রশ্ন। আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু। পবিত্র কুরআনে খুব স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে যে, বহুবিবাহ করলে স্ত্রীদের মধ্যে ন্যায় বিচার করতে হবে। যদিও এটা খুব কঠিন। তাই যে পুরুষ একাধিক বিয়ে করছেন তিনি আসলে নিজেকেই পরীক্ষায় ফেলেছেন। অন্যদিকে আপনি যে পরিসংখ্যান দিয়েছে তাতে মনে হয় বহুবিবাহ-ই একমাত্র সমাধান। আমার ব্যক্তিগত অভিমত হল পুরুষ একাধিক বিয়ে করছেন তিনি আসলে নিজেকেই পরীক্ষায় ফেলছেন। এ ব্যাপারে আপনি কিছু বলেন।

ডা. জাকির নায়েক ঃ বোন, আপনি বেশ সুন্দর প্রশ্ন করেছেন। আপনি যথাযথই বলেছেন যে, যে পুরুষ একাধিক বিবাহ করছে, সে প্রকৃতপক্ষে নিজেকেই যাচাই বাচাই করতে ফেলছে। আর আমরা আসলে সবাই এখানে পরীক্ষা দিতেই এসেছি। আর আপনি ভাবতে পারেন যে, আমরাতো কম পরীক্ষা দিয়েও পাস করতে পারি। মানুষ আসলে বোকা, তাই বেশি পরীক্ষা দিতে চায়। যদি পরীক্ষায় ফেল করেন, তাহলে আপনার সমস্যা হবে। কিন্তু যদি পাস করেন, তাহলে আপনি পুরস্কারও পাবেন। কারণ ইসলামে বহু বিবাহের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে মহিলাদের রক্ষা করার জন্য। আর সে জন্য আমাদের মহানবী (স) বলেছন যে , সেই ব্যক্তিই উত্তম যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম।' একাধিক স্ত্রী থাকলে ন্যায়বিচার করা খুব কঠিন। আমি পরিসংখ্যানে বলেছি, বিশ্বের বুকে মহিলার সংখ্যা বেশি। তবে আমি অনুপাতটা বলিনি। প্রতি হাজার পুরুষের জন্য পৃথিবীতে মহিলা রয়েছে এক হাজার পাঁচ জন। তার অর্থ প্রতি দুশো জনে একজন একাধিক বিয়ে করতে পারবেন। অনুপাতটা এরকম না যে প্রতি ১ জনে ৪ জন। আর এটাই বহুবিবাহ অনুমোদনের একটা কারণ। অন্য আরো কারণ থাকতে পারে অনেকের দৈহিক ক্ষমতা বেশি থাকে। যেটা সে বাজারে গিয়ে পছন্দ করে রক্ষিতা কিনতে পারে অথবা একাধিক বিবাহ করতে পারে।

এভাবে সে দুজনের উপকার করছে। নিজের উপকার করছে আর যে মহিলার নিরাপত্তা দরকার তারও উপকার করছে। ইসলাম সবার উপরেই সুবিচার করে। সবাইকে একটার বেশি বিয়ে করাতে বাধ্য করছে না। কিন্তু বিবাহ করে ন্যায়বিচার করতে পারেন, তাহলে ইনশাআল্লাহ পুরস্কার পাবেন। আর যদি না পারেন এটা কোন জরুরী নয় যে অবশ্যই করতে হবে। এমনকি মুস্তাহাবও না। আশা করি উত্তর পেয়েছেন।

প্রশ্ন। আমার নাম ফরিদা। আমি আপনাকে প্রশ্নটা এই জন্য করছি যে, আমি একজন মা। আমার সন্তানদের বড় করতে হবে। আপনি পড়াশোনায় খুব ভালো ছিলেন, ডাক্তারি পাস করেছেন। আর এখন পৃথিবীর বহু স্থানে ইসলামের ওপর বক্তব্য দিচ্ছেন। আপনার বাবা-মা আপনাকে কিভাবে বড়ো করেছিলেন? আপনি এ ব্যাপারে কিছু বলবেন যাতে আমার মতো মায়েরা উপকৃত হতে পারে।

ডা. জাকির নায়েক ঃ আপনি আমার বক্তব্য শুনেছেন। জানেন যে, আমি একজন ডাক্তার বা চিকিৎসক। আল্লাহর পর এই পৃথিবীতে কাউকে যদি ধন্যবাদ দিতে হয়, তিনি আমার মা। আমার বাবা, স্ত্রীসহ পরিবারের অন্য সবাইও দাওয়ায় নিয়োজিত। অনেকে আমাকে প্রশ্ন করে, আপনার পরিবারের সবাই একই প্রকৃতির! এটাতো দারুণ পরিবার পরিকল্পনা। আমি বলি যে, আমি বাবা-মায়ের পঞ্চম সন্তান। তারা যদি পরিবার পরিকল্পনা

করতেন তাহলে আমি এখানে থাকতাম না। ভেবেছিলাম উনি প্রশ্নটা দিয়ে এমন কিছু বুঝাচ্ছেন। আলহামদুলিল্লাহ সে রকম ছিল না। লোকে অনুধাবন করে বেশি ছেলেমেয়ে থাকা মঙ্গল নয়। তবে এটা ভাল হতেও পারে। এটা নির্ভর করে কিভাবে তাদের বড় করেছেন, মানুষ করছেন। আমার বাবা-মা আমাকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিয়েছেন। তারা কখনো জোর করেন নি যে, এটা পালন করো, ধর্ম মানো। তবে তারা সব সময় কুরআন ও সুন্নত মোতাবেক চলেছেন। মানুষ তার বাবা-মায়ের কাছ থেকেই শেখে। তবে সব সময় এমনটা হয় না। আমরা ইতিহাস থেকে জানি নবীদের সন্তানেরাও বিপথগামী হয়ে গিয়েছিল্ এটা আসলে আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছে ছাড়া হয় না। সূরা আলে ইমরানের ১৬০ নং আয়াতে বর্ণিত আছে–

অর্থাৎ, আল্লাহ সাহায্য করলে কেউ তোমাদের হারাতে পারবে না। যদি আল্লাহ সাহায্য না করেন, তাহলে তিনি ছাড়া কে এমন আছে যে তোমাদের সাহায্য করবে? তাই মুমিনদের উচিত আল্লাহরই ওপর নির্ভর করা।

আমার বাবা-মা আল্লাহ তা'আলার ওপর নির্ভর করেছেন। তারা আমাকে ডাক্তার বানানোর জন্য অনেক অর্থ ব্যয় করেছেন। তারা চাইতেন আমি যেন ক্রিস বার্নাডের মতো হই। ক্রিস বার্নাড দক্ষিণ আফ্রিকার চিকিৎসক যে প্রথম হার্ট ট্রান্সপ্লান্ট অপারেশন করেছিল। আমার মা তার সাথে দেখাও করেছিলেন। আমিও এই পেশাটা গ্রহণ করেছিলাম। কারণ, মানুষের সেবা করার জন্য ডাক্তারি সবচেয়ে উত্তম পেশাগুলোর একটা। তাই আমি চিকিৎসক হয়েছিলাম। আমার বাবাও একজন চিকিৎসক ছিলেন। পরবর্তীতে আমি ইসলাম প্রচারে মনোনিবেশ করলাম শেখ আহমদ দীদাতের উৎসাহে। তখন আমি অনুভব করলাম যে, আমার রোগীদের শারীরিক রোগের বদলে আধ্যাত্মিক রোগ সারিয়ে অনেক বেশি তৃপ্তি পাচ্ছি।

পৃথিবীতে হাজার হাজার চিকিৎসক রয়েছেন, যারা বিনা মূল্যে চিকিৎসা করছেন। আমিও তাদের মতোই হব। তাই ঠিক করলাম ডাক্তারি বাদ দিয়ে ইসলামের দিকে আহ্বানকারী হব। তখন আমার বাবা-মা আমাকে সমর্থন করেছেন। তারা বলতে পারতেন, তোমার পিছনে আমরা এতো অর্থ ব্যয় করেছি, আমাদের অনেক আশা ছিল ইত্যাদি। আমার বাবা-মা আমাকে বলেছেন, কোনো সমস্যা নেই। এটাই আল্লাহর একমাত্র রাস্তা। আমার মাকে প্রশ্ন করেছিলাম, তুমি কি চাও আমি শেখ আহমদ দীদাতের মতো হই, নাকি ক্রিস বার্নাড হই? তিনি বলেছিলেন আমি চাই তুমি এক সাথে দুটোই হও। তবে এখন তিনি বলেন, আহমদ দীদাতের মত একজন দা'য়ীর জন্য আমি হাজার ক্রিস বার্নাড পরিত্যাগ করতে পারি।

দাওয়ার ক্ষেত্রে পরিবারের সমর্থন খুব বেশি প্রয়োজন। সন্তানকে কিভাবে বড় করতে হবে এ ব্যাপারে জানতে পারবেন আমার লেকচার "শিশুর জন্য ইসলাম"। শিশুর সেরা শিক্ষক হল তার মা। আর প্রথমে যে বইটা বাবা-মায়ের উচিত সন্তানকে দেয়া, সেটা হলো কুরআন শরীফ। কোন জীবনের প্রথম থেকে শেষ দিন পর্যন্ত কার সাথী থাকবে। আমার বাবা-মা আরবি ভাষার গুরুত্ব অনুধাবন করেছিলেন। আরবি ভাষায় দক্ষতা থাকলে পবিত্র কুরআন সহজে বুঝা যায়। আপনার সন্তানকে আরবি ভাষা শেখালে সে সহজেই পবিত্র কুরআন পড়তে সক্ষম হবে। কেউ যদি আল্লাহর রাস্তায় চেষ্টা করে আল্লাহ তাকে রাস্তা দেখান।

পবিত্র কুরআনের সূরা আনকাবুতের ৬৯নং আয়াতে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন–

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ -

অর্থাৎ, যারা আমার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করব। আল্লাহ অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণদের সাথে থাকেন।'

তাই আপনি মহান আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম করে যান। সঠিক পথে সংগ্রাম করে যান। আল্লাহ তাআলা আপনাকে সাহায্য সহযোগিতা করবেন। তাই প্রথমে প্রয়োজন আল্লাহর উপর বিশ্বাস, দ্বিতীয়টা হলো সংগ্রাম, আর তৃতীয়টা হলো কৌশল। আশা করি উত্তর পেয়েছেন।

প্রশ্ন। আমার প্রশ্ন হল বহুবিবাহের ওপর। ইসলামে যাকাতের মতো সুন্দর ব্যবস্থা রয়েছে। এখন পৃথিবীতে মহিলাদের সংখ্যা বেশি। এর সমাধানের জন্য যাকাতের মতো কোনো ব্যবস্থার প্রচলন করা যাবে কিনা?

ডা. জাকির নায়েক ঃ ভাই আপনি প্রশ্ন করেছেন যে, ইসলামে যাকাতের ব্যবস্থা রয়েছে যা দারিদ্র্য আর অপরাধ কমায়। বহুবিবাহের ক্ষেত্রেও এমন ব্যবস্থা নেই কেন? ব্যবস্থা আছে। যাকাতের ক্ষেত্রে ধনীরা দরিদ্রদের সাথে সম্পত্তি ভাগাভাগি করেন। আর বহুবিবাহের ক্ষেত্রে স্ত্রীরা স্বামীকে অংশীদারিত্ব করেন। আলহামদুলিল্লাহ। যাকাত আর বহুবিবাহের মধ্যে একটা মিল দেখা যায়। এভাবে আগে কখনো চিন্তা করে দেখিনি। আপনার প্রশ্নই আমাকে শিখালো। তাই, এই প্রশ্ন-উত্তর সেশনটা আমার বেশ পছন্দ। যত বেশি প্রশ্ন আসে, আমার উত্তর তত বেশি উন্নত হয়। মহান আল্লাহ আমাকে সাহায্য করেন। সকল ব্যক্তি যত বেশি প্রশ্ন করে, আমার মাথা ততই পরিষ্কার হয়। যাকাতের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সম্পদ দরিদ্রদের সাথে অংশীদারিত্ব করা হয়। আর মহিলারা স্বামীকে অংশীদারিত্ব করছেন এতে অন্য মহিলাদেরও রক্ষা করা হচ্ছে।

প্রশ্ন। আসসালামু আলাইকুম। পশ্চিমারা একেবারে নিয়মিতভাবে ইসলামের নামে কুৎসা রটাচ্ছে। অপরদিকে কতিপয় মুসলমানের ব্যবহার একেবারেই ইসলামিক নয়। এসত্ত্বেও অমুসলিমরা কেন ইসলাম ও কুরআন সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হয়? এর কারণ কি? কোনো মুসলমানের ব্যবহার? নাকি পশ্চিমা দেশগুলোতে কোনো দাইয়ীর আমন্ত্রণ? অথবা এখানে কি আল্লাহর দেয়া হিদায়ার পাশাপাশি অন্য কারণও আছে?

ডা. জাকির নায়েক ঃ আপনি খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন যে, মিডিয়া পশ্চিমারা সব সময় ইসলামের বিপক্ষে কাজ করছে। এরপরও কেন পশ্চিমারা (আলহামদুলিল্লাহ) ইসলাম গ্রহণ করছে। সবচেয়ে বড় কারণ হল হিদায়া। এখন এটা কি দা'য়িদের বদৌলতে হচ্ছে নাকি মুসলমানদের ব্যবহারে আকৃষ্ট হয়ে তারা ইসলাম গ্রহণ করছে? আমার মনে হয়, আজকের মুসলমানদের দেখে পশ্চিমারা ইসলাম গ্রহণ করবে। ইউসুফ ইসলাম (খ্রিস্টান ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণকারী বিখ্যাত সঙ্গীত তারকা, নাম ক্যাটস্ স্টিফেন।) বলেছিলেন, কোনো মুসলমানের সাথে দেখা হওয়ার আগে কুরআন পড়ে ভালই করেছিলেন। ওদের পূর্বে দেখলে আমি কখনোই ইসলাম গ্রহণ করতাম না। এটা তার নিজের মতামত। হয়তো তিনি যে মুসলিমদের দেখেছিলেন, তারা অতোটা ভাল ছিল না। কিন্তু পৃথিবীতে অনেক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছেন শুধু মুসলমানদের ব্যবহার দেখে। সেজন্য, আমি আমার বক্তব্যে বলি, ইসলাম ধর্ম সদা সর্বদা ভাল কথা বলে; কিন্তু কতিপয় ব্যক্তি ঠকাচ্ছে, ঘুষ দিচ্ছে, মন্দ কাজে লিপ্ত রয়েছে। এই ক্ষেত্রে আমি বলি যে, প্রত্যেক সমাজেই কিছু কুলাঙ্গার থাকে। এখন, মিডিয়া এই কুলাঙ্গারগুলোকে সবার সম্মুখে দেখাচ্ছে আর বলছে যে, মুসলিমরা এ রকম। বুঝাতে চায়, প্রত্যেক মুসলমানই খারাপ। তারা

নিজেদের স্বার্থে এগুলো ব্যবস্থা করছে। আমি তাদের বলি, মুসলমানরা ধর্মীয়ভাবে মদ পান করে না। ইসলামে মদ্যপান নিষিদ্ধ। মুসলমানরাই সবচেয়ে বেশি দান-খয়রাত করে।

পশ্চিমা মিডিয়া কুলাঙ্গারদের ফলোআপ করে বলছে, এরাই মুসলমান। আমি একটা উদাহরণ দেব। মনে করুন আপনি মার্সিডিজ বেঞ্জের নতুন ডিজাইনের গাড়ি ক্রয় করতে গেছেন। আপনি গাড়িটা কি ধরনের ভালো না মন্দ তা জানার জন্য একজন ড্রাইভারকে চালাতে দিলেন। গাড়িটা এক্সিডেন্ট করল, ড্রাইভার অদক্ষ হওয়ার কারণে কাকে দোষ দিবেন? গাড়িকে নাকি ড্রাইভারকে? নিশ্চয়ই ড্রাইভারকে দিবেন। গাড়িটা সম্পর্কে জানতে হলে দেখতে হবে এর নিরাপত্তা ব্যবস্থা কি ধরনের, ব্যবস্থাগুলো কতটা ভালো, কি পরিমাণ তেল লাগে, কি ধরনের স্পিড, যন্ত্রপাতির মান কেমন ইত্যাদি। অনুরূপ ইসলামকে বিচার করতে চাইলে, প্রথমে পবিত্র কুরআন আর সহীহ হাদীস দিয়ে। গাড়িটা কত ভালো, সেটা দেখতে চাইলে একজন ভালো ড্রাইভারকে গাড়িতে বসান। যদি ইসলামকে বিচার করতে চান এর অনুসারীদের দিয়ে তাহলে সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলমান হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে বিচার করুন। বিচার যদি করতে চান, মূল গ্রন্থ দিয়ে বিচার করুন। যদিও মিডিয়া ইসলামের বিপক্ষে। আপনারা পাবেন সালমান রুশদীর মতো মানুষ যে 'স্যাটানিক ভার্সেস' পুস্তক রচনা করেছেন।

যারা পুস্তকটি পড়েছেন তারা জ্ঞাত আছেন। যদিও সে ওই পুস্তকটিতে নবী করীম (সাঃ) আর তাঁর স্ত্রীগণকে ছোট করেছে, (নাউযুবিল্লাহ)। তবুও অনেক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছে তার ঐ বইয়ের জন্য। আল্লাহ তাআলা কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি শয়তানকে তার নিজের কাজে লাগাতে পারেন। অধিকাংশ ব্যক্তি এটা নিয়ে গবেষণা শুরু করে দেখল যে, সে ভুল করেছে। তারা যখন মহানবী (স)-এর ওপর গবেষণা করল, (আলহামদুলিল্লাহ) তাদের অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করল। পশ্চিমারা ইসলামের যে বিষয়টি নিয়ে সবচেয়ে বেশি সমালোচনা করে, সেটা হল ইসলামে নারীদের অধিকার। এ ব্যাপারে আমি বক্তব্য দিয়েছি, "ইসলামে নারীদের অধিকার ঃ আধুনিক নাকি সেকেলে?" ভুল ধারণাগুলো কী কী?

পশ্চিমাদের মধ্যে পুরুষের চেয়ে অনেক বেশি মহিলা মুসলমান হচ্ছে। কেন জানেন? কারণ তারা গবেষণা করে। অনেকে গবেষণা করে ইসলামের বিরুদ্ধে বলার জন্য। যেমন— গ্যারি মিলার। তিনি পরবর্তীকালে মুসলমান হয়ে হলেন "আহাদ ওমর।" – তিনি ভুল প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছিলেন পবিত্র কুরআনকে, পারেন নি, পরবর্তী সময় ইসলাম গ্রহণ করেন। এমন অনেকেই ইসলাম নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। আল্লাহ একেক জনকে একেক উপায়ে হেদায়েত দান করেন। কেউ হয়তো মুসলমানদের অনুসরণ করেই ইসলাম গ্রহণ করছেন। কেউ ইসলামকে আক্রমণ করছে তারপর মুসলমান হচ্ছেন। এর সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত হলেন, হযরত ওমর (রা)। এক সময় তিনি ছিলেন ইসলামের বড় শত্রু। মহানবী (স) তাঁর হেদায়াতের দোআ করেন। আর তাই, (আলহামদুলিল্লাহ) একেক জায়গায় একেক কারণ। দাইয়ীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বলি। আমরা মুসলমানেরা আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করছি না। ইসলাম এমন এককটা ধর্ম যেটা প্রচার করতে হয়।

পবিত্র কুরআনের সূরা আলে-ইমরানের ১১০ নং আয়াতে বর্ণিত আছে–

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ.

অর্থাৎ, তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানব জাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে, তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দান কর, অসৎ কাজের নিষেধ কর এবং আল্লাহকে বিশ্বাস কর। কিতাবিগণ যদি ঈমান আনত তবে তাদের জন্য উত্তম হতো। তাদের মধ্যে কতিপয় মুমিন রয়েছে কিন্তু অধিকাংশ সত্যত্যাগী।

আমাদের শ্রেষ্ঠ উম্মত বলেছেন। কারণ, আমাদের দায়িত্ব হলো মানুষকে সৎ কাজের আদেশ দেয়া ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা। সকল মুসলমানের উচিত দা'য়ী হওয়া। সব সময়ের জন্য দা'য়ী না হলেও আংশিক সময়ের জন্য দা'য়ী হওয়া উচিত। আমাদের মাঝে কতজন সব সময়ের জন্য দা'য়ী আছেন? অল্প কয়েকজন। এটা মুসলিম জাতির জন্য দুঃখের ব্যাপার। তবে আল্লাহ প্রতিজ্ঞা করেছেন, সূরা আস সাফ ঃ আয়াত ৯, সূরা আত তাওবা ঃ আয়াত ৩৩, এবং সূরা আল ফাতহ-এর ২৮ নং আয়াতে–

هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ـ

অর্থাৎ, তিনি মহানবী (সঃ)-কে হেদায়েতসহ পাঠিয়েছেন ইসলামকে অন্য সব মতাদর্শের উপর বিজয়ী করতে।

আমরা কাজ করি বা না করি তাতে আল্লাহ তা'আলার কিছু যায় আসে না। আল্লাহ আমাদেরকে সুযোগ সৃষ্টি করে দিচ্ছেন কাজ করে কিছু পুরস্কার পাওয়ার। পৃথিবীটাকে আরো সুন্দর করার। বিশ্বাস করুন, আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করছি না। মুসলমানদের সকলের উচিত দ্বীনের প্রচার প্রসারে আত্মনিয়োগ করা। ৬০,০০০ খ্রিস্টান মিশনারীরা সব সময়ের জন্য পৃথিবীতে ধর্ম প্রচার করছে। আর তাদের সাহায্য করছে আরো হাজার হাজার মানুষ। কতজন মুসলমান দা'য়ী আছেন সার্বক্ষণিক?

পবিত্র কুরআনের সূরা মুহাম্মদের ৩৮ নং আয়াতে বর্ণিত আছে–

وَاِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُوْنُوْٓا اَمْثَالَكُمْ ـ

অর্থাৎ, যদি তোমরা বিমুখ হও আল্লাহ অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলবর্তী করবেন এবং তারা তোমাদের মতো হবে না।

আমরা তো ভাবতে থাকি পশ্চিমারা খারাপ। মহান আল্লাহ হয়তো আমাদের তাড়িয়ে তাদেরকেই দায়িত্ব দেবেন– যদি আমরা দায়িত্ব পালন না করি। দা'য়ীদের কর্তব্য সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয় আমরা অনেক পেছনে রয়েছি, এমনকি পাস মার্কেরও নিচে। কতিপয় ব্যক্তি অবশ্য দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করছেন। কিন্তু সামগ্রিকভাবে এ সংখ্যা একেবারেই নগন্য। যদি আমরা কুরআনের অনুসরণ করি, তাহলে আরো অনেক মুসলমান দাওয়ায় অংশ গ্রহণ করবেন।

প্রশ্ন। আপনার জ্ঞানগর্ভ ও তথ্যবহুল বক্তব্যের জন্য ধন্যবাদ। অমুসলিমদের ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে আমরা মুসলমানরা কি ভূমিকা পালন করছি? আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো, যখন দেখি যে, পশ্চিমাদের কেউ কেউ কোনো ধর্মগ্রন্থে বিশ্বাস করে না। ফলে এদেরকে ইসলামের কথা বুঝাতে খুব সমস্যা হয়। এ ধরনের ক্ষেত্রে কী করা উচিত? আরব আমিরাতে আপনার বক্তব্যে আপনি বলেছিলেন যে, ভারতে কতিপয় ব্যক্তি আছে যারা নিজেদেরকে আল্লাহ বলে দাবি করে। ধর্মগ্রন্থ ব্যতীত তারা বিভিন্ন বাণী দিচ্ছে আমাদের কাছে। কারণ তারা ঈশ্বর। এসব ঈশ্বরকে আপনি কিভাবে বিশ্বাস করবেন?

ডা. জাকির নায়েক ঃ ভাই, আপনি তিনটি প্রশ্ন করেছেন।

প্রথমটা হলো– ইসলামের প্রসারে মুসলিমরা কী ভূমিকা পালন করছেন। যখন বলেছি যে, আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করছি না, তার মানে এই না যে আমরা কোন কাজই করছি না। পশ্চিমা বিশ্বে বেশ কিছু ভালো

অর্গানাইজেশন যেমন ঃ ইন্‌সা, ইক্‌না কাজ করে যাচ্ছে। পুরো মুসলিম জাতির এই কাজগুলো করা উচিত। আমি পশ্চিমে বেশ কয়েকবার গিয়েছি। ভাই ইউসুফ ইসলামের খুব সুন্দর একটি স্কুল আছে। সেরা ইসলামি স্কুলগুলোর একটা। এই প্রচেষ্টাগুলো যথেষ্ট নয়। আরো অনেককে এগিয়ে আসতে হবে।

দ্বিতীয়টা হলো– যারা ধর্মগ্রন্থে বিশ্বাস করে না, কোনো সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করে না। তারা হল নাস্তিক। খ্রিস্টানরা বাইবেলে বিশ্বাস করে, হিন্দুরা বেদে বিশ্বাস করে। তাই ধর্মগ্রন্থ নিয়ে তাদের সাথে কথা বলা কষ্ট হয় না। কিন্তু একজন নাস্তিককে বোঝাবেন কিভাবে। আজ বিকেলে আমার বক্তব্যের সময় বলেছিলাম মূল চাবিকাঠির কথা।

পবিত্র কুরআনের সূরা আলে ইমরানের ৬৪নং আয়াতে বর্ণিত আছে–

تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ۔

অর্থাৎ, আসো সে কথায়, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই।

দাওয়ার মূল চাবিকাঠি হলো "আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই কথায় আসো।" নাস্তিকের সঙ্গে কী মিল আছে? আমি নাস্তিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তাকে অভিনন্দন জানাই। কারণ, মানুষ খ্রিস্টান হয় যেহেতু তারা বাবা খ্রিস্টান। কিংবা হিন্দু কারণ পিতা হিন্দু। কেউ কেউ বলে মুসলমান কারণ তার পিতা মুসলমান। কিন্তু নাস্তিক ব্যক্তিটি হিন্দুর ঘরে জন্মালে ভেবে থাকবে যে, এক দেবতা অন্য দেবতার সঙ্গে যুদ্ধ করছে, অপহরণ করা হচ্ছে কোনো নারীকে আর দেবতা তাকে বাঁচানোর জন্য ছুটে যাচ্ছে। তাহলে আমি বিপদে পড়লে এই দেবতা আমাকে কিভাবে সাহায্য করবে? অথবা খ্রিস্টান হলে ভেবে থাকবে যে, দেবতাকে ক্রুশে ঝুলিয়ে মারা হচ্ছে আর তাহলে তাকে কিভাবে বিশ্বাস করব? তাই সে এরকম কোন সৃষ্টিকর্তাকে বিশ্বাস করে না। আমি তাকে অভিনন্দন জানাই। কারণ, সে কালেমার প্রথম অংশটা বলে ফেলেছে যে, "লা ইলাহা" কোনো সৃষ্টিকর্তা নেই।

আমাকে পরের অংশটা বলতে হবে "ইল্লাল্লাহু" বা আল্লাহ ব্যতীত। হিন্দু বা খ্রিস্টানকে আগে বুঝাতে হয় যে, তারা যে সৃষ্টিকর্তার পূজা করে তা ভুল। তারপর তাকে ভালভাবে বুঝাতে হয় আল্লাহর কথা। অপরদিকে নাস্তিকের কথায় আমার অর্ধেক কাজ হয়ে গেছে। সে ইতোমধ্যে বিশ্বাস করে যে, কোনো সৃষ্টিকর্তা নেই। এখন আমাকে প্রমাণ করতে হবে 'ইল্লাল্লাহ'। আর এ ব্যাপারে আমার বক্তব্য পাবেন বিভিন্ন ক্যাসেটে "কুরআন কি আল্লাহর বাণী? কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান নিয়ে কিছু কথা।" আমি এখানে সংক্ষিপ্তভাবে কিছু বলছি। আমি তাকে বলব, মনে করুন আপনার হাতে একটা যন্ত্র আছে যা পৃথিবীর কোনো মানুষ দেখে নি। সেটা প্রথমেই আপনার সম্মুখে আনা হল। কে সবার আগে বলতে পারবে এই যন্ত্রটা কিভাবে কাজ করে? নিশ্চয়ই এর প্রস্তুতকারী কিংবা সৃষ্টিকর্তা যে লোক যন্ত্রটা তৈয়ার করেছে।

নাস্তিক ব্যক্তিটি উত্তরই দিক প্রস্তুতকারী, সৃষ্টিকর্তা, ম্যানুফ্যাকচারার, প্রডিউসার সব মোটামুটি একই কথা। এখন তাকে জিজ্ঞেস করুন, এই বিশ্বজগৎ কোথা থেকে এলো? সে বলবে, আধুনিক বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে, একদম প্রথমে ছিল প্রাথমিক নেবুলা পরবর্তীকালে সব ভিন্ন হতে লাগল। তারপর বিগ ব্যাঙের মাধ্যমে (মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে) সৃষ্টি হলো গ্যালাক্সি, গ্রহ, নক্ষত্র তথা এই বিশ্বজগৎ। এটা বিগ ব্যাঙ থিওরি। আমি তাকে বলব, এই কথা তো ১৪০০ বছর আগে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছিল।

সূরা আল-আম্বিয়ায়ের ৩০ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে–

اَوَ لَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا ـ

অর্থাৎ, অবিশ্বাসীরা কি ভেবে দেখে না আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী মিশে ছিল ওতপ্রোতভাবে। অতঃপর আমি তাদের পৃথক করে দিলাম।

এই বিগব্যাঙ থিউরি বিজ্ঞান অবগত হয়েছে একশত বছর পূর্বে। পবিত্র কুরআন এই কথা বলে ১৪০০ বছর আগে। সে হয়তো বলবে এসব দৈবক্রমে মিলে গেছে। আচ্ছা মানলাম এরপর আসি বিশ্বজগৎ সৃষ্টির পূর্বে সব বস্তু কি অবস্থায় ছিল? সে বলবে 'সবকিছু গ্যাস'। আপনি তাকে বলবেন পবিত্র কুরআন বলছে 'সেখানে ছিল ধূম্রপুঞ্জ বিশেষ'। যদি সে বিজ্ঞান অবগত হয়ে থাকে, তাহলে সে বলবে যে গ্যাসকে আরো ভালোভাবে বলা যায় ধোঁয়া। যদি তাকে বলেন, পৃথিবীর আকার কেমন? সে বিজ্ঞান সম্পর্কে অবগত থাকলে আপনাকে বলবে ১৫৭৭ খ্রিস্টাব্দে ফান্সিস ড্রেক নামে একক নাবিক সমুদ্রপথে পৃথিবী ঘুরে আসেন। পৃথিবী গোলাকার। আপনি তাকে বলবেন।

পবিত্র কুরআনে সূরা নাযিয়াতের ৩০ নং আয়াতে আছে–

وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰهَا ـ

অর্থাৎ, এরপর তিনি পৃথিবীকে বানালেন ডিম্বাকৃতি।

আপনি তাকে বলবেন যে, কুরআন বলেছে পৃথিবী বলের মতো গোল নয় এটি গোলাকার। আল-কুরআন একথা বলেছে ১৪০০ বছর পূর্বে। অতপর আসি চাঁদের আলো সম্পর্কে– সে বলবে যে, চাঁদের নিজের কোনো আলো নেই, সূর্য হতে ধার করা। আমি স্কুলে পড়েছিলাম যে সূর্য তার স্থানে স্থির থাকে। নিজের চারপাশে ঘোরে না।

পবিত্র কুরআনের সূরা আল-আম্বিয়ার ৩ নং আয়াতে বর্ণিত আছে,

অর্থাৎ, আল্লাহই রাত এবং দিন সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন সূর্য ও চন্দ্র যাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে।

আল-কুরআন ঘোষণা করেছে যে, সূর্য তার কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে। আমি স্কুলে এটা শিখতে পারি নি। শিখানো হয়েছিল, সূর্য স্থির হয়ে থাকে। সে তখন বলবে, কয়েকদিন জীব বিজ্ঞানের পূর্বে বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে সূর্য নিজের চারপাশে ঘোরে। পঁচিশ দিনে একবার প্রদক্ষিণ করে। কুরআন কিভাবে একথা বলতে পারল? কুরআন এভাবে বলেছে জীব বিজ্ঞানের কথা। জগতের সৃষ্টি হয়েছে পানি থেকে। পানি চক্র অর্থাৎ কিভাবে পানি উপরে ওঠে, মেঘ হয় এবং তা থেকে বৃষ্টি হয় সেই কথাও বলেছে আল কুরআন। আল কুরআন আরো বলেছে নোনা পানি আর মিষ্টি পানির কথা।

এ সমস্ত বর্ণিত আছে সূরা আল ফুরকান-এর ৫৩ নং আয়াতে এবং সূরা আর রহমানের ১৯ ও ২০ নং আয়াতে।

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيٰنِ ـ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيٰنِ ـ

অর্থাৎ, তিনি দুই সমুদ্রকে প্রবাহিত করেছেন। একটি মিষ্টি অপরটি লোনা উভয়ের মধ্যে রেখে দিয়েছেন অন্তরায়।

কুরআন প্রাণি বিজ্ঞানের কথা বলেছে। এটা আছে সূরা নাবা'র ৬ ও ৭ নং আয়াতে।

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا - وَّالْجِبَالَ اَوْتَادًا -

অর্থাৎ, আমি কি ভূমিকে শয্যা এবং পর্বতমালাকে পেরেক স্বরূপ করি নি?

১৪০০ বছর আগে এসব কথা কি একজন অশিক্ষিত মানুষ বলতে পারে? এখানে একটা জবাবই সে দিতে পারে— সব কিছুই হঠাৎ করে মিলে গেছে। এই হলো 'থিউরি অব প্রবাবিলিটি' বা 'সম্ভাবনার সূত্র'। হঠাৎ করে লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা। মনে করুন, আমি একটা পয়সা টস করলাম, আমি যদি পয়সাটা দুইবার টস করা হয়, দুবারই ঠিক বলব তার সম্ভাবনা অর্ধেক গুণ অর্ধেক সমান চারভাগের একভাগ অর্থাৎ ২৫%। তিনবার টস করলে তিনবারই ঠিক বলব তার সম্ভাবনা অর্ধেক গুণ অর্ধেক সমান আটভাগের একভাগ অর্থাৎ ১২.৫%।

এভাবে 'প্রবাবিলিটি থিউরি' নিয়ে যদি কুরআনকে অবলোকন করি যে, পৃথিবীর কতগুলো আকারের কথা একজন মানুষ চিন্তা করতে পারে? একজন মানুষ ৩০ ধরনের বেশি আকার চিন্তা করতে পারে। যেমন— বর্গাকার, চতুর্ভুজ, চ্যাপ্টা, আয়তকার, ত্রিভুজ, বর্তুলাকার ইত্যাদি। তাই পৃথিবীর আকার কি হবে তা অনুমানের উপর মিলিয়ে ফেলবে তার সম্ভাবনা ৩০ ভাগের একভাগ। চাঁদের আলো যদি ধার করা তা কেউ অনুমান করে বললে তা ঠিক হওয়ার সম্ভাবনা দুভাগের ১ ভাগ। তাহলে পৃথিবীর আকার এবং চাঁদের আলো এই দুটোই ঠিকমতো বলার সম্ভাবনা হল ৬০ ভাগের ১ ভাগ। মরুভূমিতে থাকে সে অনায়াসে বলবে বালির কথা।

এমনও হতে পারে অন্য কোন বস্তু যেমন, অ্যালুমিনিয়াম, আয়রন, পাথর, গ্যাস, কাঠ, বালি, মাটি এরকম ১০,০০০টি জিনিসের কথা ব্যক্তিটি ভাবতে পারে, যা দিয়ে জীব জগৎ তৈরি হয়েছে। এখানে অনুমান করে বললে তা সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা ১০,০০০ ভাগের ১ ভাগ। এই তিনটি উত্তরই সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা বা ছয় লক্ষ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ .০০০১৭%। এরকম পবিত্র কুরআন হাজার কথা বলে বিজ্ঞান সম্পর্কে যার সবই সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। আর গণিত শাস্ত্র আমাদের বলে যে, যদি পঞ্চাৎটা শূন্য দশমিকের পর থাকে, সেটার অর্থ আসলে শূন্য। তাহলে কুরআনের সবকিছু অনুমানে বলা হয়েছে তার সম্ভাবনা শূন্য। তাহলে কি এই কথাগুলো বলা সম্ভব? তিনি বলতে পারেন, যিনি এই বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা। এই সৃষ্টিকর্তাই আল্লাহ! আমি এখানে সংক্ষেপে বললাম। বিস্তারিত জানতে চাইলে আমার ভিডিও ক্যাসেট দেখুন। কুরআন কি আল্লাহর বাণী?? অনেকভাবে প্রমাণ করা যায় যে, আল-কুরআন আল্লাহর বাণী।

তৃতীয় প্রশ্নটা হলো যে একজন ব্যক্তি আল্লাহকে কিভাবে বোঝাবে যে, সে ভুল পথে চলছে? ধরুন, একটা সোনার অলংকার নিয়ে কেউ তোমাকে বলল এটা, তোমার কাছে বিক্রি করব। ২৫ ক্যারেট সোনা। আপনি তখন সেটা কিনে ফেলবেন? নাকি যাচাই করে দেখবেন কথাটা সত্যি কিনা? আপনি স্বর্ণকারের কাছে যাবেন, সে কষ্টি পাথরে ঘষবে তারপর সে রং মিলাবে। এবং ওজন করে দেখবে সেখানে কি পরিমাণ স্বর্ণ আছে। আবার এটা সোনা নাও হতে পারে। কারণ, চকচক করলেই সোনা হয় না। তাহলে রজনীশের উদাহরণ দিলাম। মনে করুন, রজনীশ নিজেকে আল্লাহ্ বলে। তাকে সূরা ইখলাস দিয়ে পরীক্ষা করুন। রজনীশ এখনো অদ্বিতীয়? সে কি অমুখাপেক্ষী? কারো ওপর নির্ভরশীল নয়?

অথবা, অপর কেউ যে নিজেকে আল্লাহ্ বলে দাবি করে। হতে পারে যীশুখ্রিস্ট, রাম-লক্ষণ যে কাউকে পরীক্ষা করতে পারেন। আমি কারো ঈশ্বরকে ছোট করতে চাই না।

পবিত্র কুরআনের সূরা আনআমের ১০৮ নং আয়াতে বর্ণিত আছে–

"আল্লাহকে ব্যতীত যাদেরকে তারা ডাকে তাদেরকে গালি দিও না। কেননা তারা সীমা লংঘন করে অজ্ঞতাবশত আল্লাহকে গালি দিবে।"

তাহলে এই ব্যক্তিগুলো যারা নিজেদেরকে আল্লাহ্ বলে দাবি করে তাদের সূরা ইখলাসের কষ্টি পাথরে যাচাই করবেন, তাহলেই প্রমাণিত হবে তারা আল্লাহ্ নয়। আর যদি আল্লাহ্ না হয়; তাহলে তো ধর্মগ্রন্থের কথাই আসছে না।

কেবল বিয়ে করলেই দ্বীনের অর্ধেক পূরণ হয় না

প্রশ্ন। আস্সালামু আলাইকুম। আপনি একটি হাদিস বলেছেন যে, "বিবাহ্ অর্ধেক দ্বীন পূরণ করে।" বিবাহ করলেই কি অর্ধেক দ্বীন পূরণ হবে? নাকি বিবাহের পুরো প্রক্রিয়া যেমন– কিভাবে বিবাহ্ করলেন, স্বামী বা স্ত্রীর সাথে ব্যবহার, দায়িত্ব পালন ইত্যাদি সবই এর অন্তর্ভুক্ত।

ডা. জাকির নায়েক ঃ বোন আপনি খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন। আমি প্রথমেই বলেছি 'বিবাহ্ অর্ধেক দ্বীন পূর্ণ করে'' কথার দ্বারা মহানবী (সাঃ) বুঝিয়েছেন যে, বিবাহ আপনাকে অবাধ যৌনাচার ও ব্যভিচার থেকে রক্ষা করে। বিবাহ্ একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। আমাদের প্রিয়নবী (সাঃ) বলেছেন যখন বিবাহ করবে, তুমি সাধারণত চারটা জিনিসের প্রতি দৃষ্টি রাখবে। সম্পদ, সৌন্দর্য, আভিজাত্য আর সদগুণ। মানুষ বিবাহ করার সময় প্রথম সৌন্দর্য দেখে তারপর সম্পদ এরপর আভিজাত্য এবং সর্বশেষ দেখে সদগুণ। মহানবী (সাঃ) বলেছেন, এই চারটির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো সদগুণ। কিভাবে বিবাহ করবেন? রাসূল (সাঃ) বলেছেন, সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বিবাহ্ হলো যেখানে সবচেয়ে কম খরচ হয়। তাই অপচয় করা যাবে না। জীবন সঙ্গী বেছে নেয়া, বিবাহ করা, সন্তানদের বড় করা এসবই সুন্নত মনে করতে হবে। বিবাহের পর স্বামী বা স্ত্রীর প্রতি বিশ্বস্ত হবেন। এমন হবে না যে, বিবাহের পর আপনি ব্যভিচারে লিপ্ত হবেন। মহানবী (সাঃ) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বোত্তম, যে তার স্ত্রীর কাছে ভালো।

পবিত্র কুরআনের সূরা নিসা'র ১৯নং আয়াতে বর্ণিত আছে–

অর্থাৎ, তাদের সঙ্গে সৎভাবে জীবন যাপন করবে, তোমরা যদি তাদের অপছন্দ কর তবে এমনও হতে পারে যে, আল্লাহ তাতে কল্যাণ রেখেছেন অথচ তোমরা তাদেরকেই অপছন্দ করছ।

প্রাচ্যের দেশের মধ্যে যেমন ভারতবর্ষে পুরুষরা স্ত্রীর কাছ থেকে যৌতুক গ্রহণ করে। ইসলামের বিধান মতে আপনি দেবেন দেনমোহর। বিবাহ করলে আপনাকে একজন উত্তম স্বামী হতে হবে, সন্তান সন্তুতি হলে আপনাকে ভালো মা কিংবা বাবা হতে হবে। এ রকম বিবাহের সঙ্গে সম্পর্কিত সব দায়িত্ব ও কর্তব্য যখন আপনি যথাযথভাবে পালন করবেন, তখন আপনার দ্বীনের অর্ধেক পালন করা হবে। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন। আপনি বলেছেন, পশ্চিমা নেতারা ইসলামকে প্রচণ্ডভাবে ভয় পায়। আপনি দেখবেন, এমনকি আইয়্যামে জাহেলিয়াতের যুগেও তাদের বিভিন্ন নেতারা ইসলামকে ভয় পেত না। সে জন্যই তারা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। তারা যেটা ভয় পেয়েছিল সেটা হলো ইসলাম গ্রহণ করলে তাদেরকে পরিবর্তন হতে হবে। আর পৃথিবীর অধিকাংশ নেতাই পরিবর্তন গ্রহণ করতে পারে না। আর আমার মতে সবচেয়ে বড়

পরিবর্তন হলো তাদেরকে একেবারে সাধারণ মুসলমান হয়ে চলাফেরা করতে হবে। হোক সেটা আমেরিকায় বা অন্য কোথাও।

ডা. জাকির নায়েক ঃ ভাই আপনি বলেছেন যে, আইয়্যামে জাহেলিয়াতের নেতারা ইসলামকে ভয় পেত না। দুঃখিত ভাই আমি আপনার সঙ্গে একমত হতে পারছি না। তখনকার সময়ের বড় বড় নেতারা ইসলামকে অত্যন্ত ভয় পেত। তারা একমাত্র ভয় পেত ইসলাম। আর এজন্যই তারা মহানবী (সাঃ)-কে বলেছিল, আমরা তোমাকে রাজা বানাব,, সবচেয়ে ধনী বানাব, যদি তুমি ইসলাম প্রচার করা বন্ধ করে দাও। মহানবী (সাঃ) উত্তরে বলেছিলেন, আমার ডান হাতে সূর্য আর বাম হাতে চন্দ্র এনে দিলেও আমি ইসলামের এই দাওয়াত থেকে বিরত থাকব না।

পরবর্তীকালে (আলহামদুলিল্লাহ) সত্যেরই বিজয় হলো। তখন তারা মুসলমান হয়েছে। এজন্যই কুরআন বলছে প্রথমে গোত্রের নেতাদের বোঝাতে হবে। যদি তারা মুসলমান হয়, অনেকেই তাদের অনুসরণ করতে বাধ্য হবে। সেজন্যই আমি বলব, পশ্চিমা বিশ্বেও বেশির ভাগ নেতাই ইসলামকে ভয় পায়। অবশ্য সবাই না, ভাল কিছু ব্যক্তি আছে। যেমন ব্রুনো চার্লস অনেক ভালো উক্তি করেছেন। ইংল্যাণ্ডের বেশ কিছু মন্ত্রী ইসলাম সম্পর্কে ভালো মন্তব্য করেছেন। আপনি বলেছেন মুসলমান হওয়া তাদের জন্য খুব সহজ। ভাই, ব্যাপারটা আসলে মোটেও সহজ না। তৎকালীন সময়ে আবু সুফিয়ান আরও অন্যান্য নেতারা অনেক ধনাঢ্য ছিল। তারা যদি ইসলাম গ্রহণ করে, কে তাদের কুর্নিশ করবে? ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী সব লোক সমান। ফলে, তাদের সাথে কোলাকোলি করতে হবে। জীবনটাই পুরো পরিবর্তিত হয়ে যাবে। নেতারা ভয় পেয়েছিল যে তারা যে বিলাসিতা আর স্বেচ্ছাচারিতার মধ্যে ছিল সে সবই পরিত্যাগ করতে হবে একমাত্র ইসলামের কারণে। আল্লাহ তাআলা তাদের হেদায়েত দান করেছিলেন। তারা পৃথিবীর পরিবর্তে আল্লাহর কাছে আখিরাতে প্রাসাদ চেয়েছিল। আর এ ব্যাপারে সবচেয়ে ভালো উদাহরণটা হলো বিবি আসিয়ার। তিনি ছিলেন ফেরাউনের স্ত্রী। পবিত্র কুরআনের সূরা তাহরীমের ১১ নং আয়াতে বর্ণিত আছে–

অর্থাৎ, আল্লাহ মুমিনদের জন্য ফিরাউনের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন, যে প্রার্থনা করেছিল, হে আমার প্রতিপালক! তোমার সন্নিধানে জান্নাতে আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ কর এবং আমাকে উদ্ধার কর ফিরাউন ও তার দুষ্কৃতি এবং যালিম সম্প্রদায় হতে।

তিনি ছিলেন তখনকার সময়ের সবচেয়ে শক্তিশালী ফেরাউনের স্ত্রী। তারপরও তিনি মহান আল্লাহর নিকট দোআ করেছেন। তাই (আলহামদুলিল্লাহ) আল্লাহ যখন হিদায়াত দেন, তখন সে যত বড় নেতাই হোক না কেন, সে ইসলাম গ্রহণ করে আখিরাতের মঙ্গলের জন্য।

প্রশ্ন। আমরা আল-কুরআন এর মাধ্যমে জেনেছি যে, পুরুষ আর মহিলা আল্লাহর কাছে সমান। আমাদের মহানবী (সা)-এর হাদীসেও বর্ণিত আছে যে, বাবার চেয়ে মা'র অধিকার বেশি। কিন্তু আকিকার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, মেয়ের জন্য দেয়া হয় একটি বকরি কুরবানি আর ছেলের জন্য দুটো। তাহলে বোঝানো হচ্ছে যে, ছেলেই বেশি গুরুত্বপূর্ণ

ডা. জাকির নায়েক ঃ আপনার প্রশ্নটা হলো, অধিকারের সময় কেন ছেলের জন্য দুটো বকরি আর মেয়ের জন্য একটা বকরি কুরবানি দেয়া হয়। বোন, অনেক সহীহ হাদীসে উল্লেখ আছে, ছেলের জন্য একটা বকরিও কোরবানি দেয়া যেতে পারে। এটি এমন নয় যে, ছেলের জন্য দুটি কুরবানি দেয়া উচিত। ইসলামে পুরুষ মানুষই উপার্জনশীল ব্যক্তি পুরুষের ওপর পরিবারের অর্থনৈতিক দায়িত্ব বজায় রয়েছে। মেয়েদের বিবাহ দেয়ার দায়িত্ব

বাবার অথবা ভাইয়ের। বিবাহের পর তাদের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানসহ সব দায়িত্ব স্বামীর আর সন্তানের। সে অর্থনৈতিক দায়মুক্ত। সবাই মিলে তাকে রক্ষা করছে, (আলহামদুলিল্লাহ)। এটা আমি বলছি আমার যুক্তি দ্বারা– এটাই যে আসল কারণ তা নাহও হতে পারে। আল্লাহই ভাল জানেন কেন ছেলের জন্য দুটি বকরি। তাই একজন মানুষ ছেলে হলে বেশি টাকা ব্যয় করতে চায়। এটা হতে পারে একটা কারণ। আল্লাহই ভালো জানেন। তবে বাধ্যতামূলকভাবে দুটি কোরবানি কোনো সহীহ হাদীসে উল্লেখ নেই। সহীহ হাদীস বলছে হয় একটি নয়তো দুটি। আর মেয়ের ক্ষেত্রে একটা বকরি কোন সমস্যা নয়, আপনি ইচ্ছে করলে একাধিক বকরি কুরবানি দিতে পারেন। আল্লাহ তায়ালা ও আমাদের প্রিয়নবী (সাঃ) সে সুযোগ রেখেছেন। আশা করি উত্তর পেয়েছেন।

প্রশ্ন। আমি একজন কনভার্টেট মুসলমান। মুসলমান হওয়ার পূর্বে ইসলাম সম্পর্কে আমার খুব খারাপ ধারণা ছিল। এর কারণ, আমি যে মুসলমানদের দেখেছিলাম, তারা খুব ভাল ছিল না। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম একমাত্র সত্য ধর্ম। কিন্তু সব সময় অন্য ধর্মের সমালোচনা করা কি ঠিক? পশ্চিমাদের এতো বেশি সমালোচনা করা যেমন– ধর্ষণের কথা বলেছেন, মুসলিম দেশেও সেটা হয়, মধ্যপ্রাচ্যেও হয়। তাহলে পশ্চিমাদের ওপর এতো বেশি আক্রমণ কেন? আপনি বললেন যে, অমুসলিমরা বলে যে, ইসলাম নারীদের খাট করে দেখে। কুরআনে অনেক কথাই বলা হয়েছে নারী আর পুরুষদের উদ্দেশ্যে। কিন্তু পুরুষদের যেগুলো বলা হয়েছে, সেগুলো সবাই এড়িয়ে যায় আর নারীদের জন্য যা বলা হয়েছে সেগুলোতে কড়াকড়ি আরোপ করা হয়।

আপনি একটু আগে বলেছেন, গুণী স্বামী এবং স্ত্রীর কথা। কিন্তু যখন বিভিন্ন পুস্তকে লেখা থাকে কেবল গুণবতী স্ত্রীর কথা। আর শুধুই বলা হচ্ছে মহিলাদের কি কি করা উচিত। এমনটা কেন করা হচ্ছে? আমরা এরকম করি বলেই অনেক সময় অমুসলিমদের বুঝাতে কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। বইগুলোতে কিভাবে ভালো স্ত্রী হওয়া যায় সে কথা লিখার সাথে সাথে কিভাবে একজন উত্তম স্বামী হওয়া যায় সে কথাও কেন উল্লেখ হয়নি? এখানে উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, রাসূল (সাঃ) নিজে স্ত্রীদের গৃহস্থালীর সকল কাজে সাহায্য করতেন। সকল জায়গায় সব কিছুতেই কেবল মহিলাদের কথা বলা হচ্ছে। যেমন, মহিলাদের এটা করা উচিত, এটা করা উচিত নয়। ইসলাম ধর্ম একথাই উল্লেখ আছে। আর এভাবে অমুসলিমদের দূরে সরিয়ে দেয়া হচ্ছে।

ডা. জাকির নায়েক ঃ বোন, আপনি অত্যন্ত সুন্দর প্রশ্ন রেখেছেন। তিনি রিভার্ট হয়েছেন এজন্য জানাই অভিনন্দন। তিনি বলছিলেন কিভাবে পশ্চিমাদের সঙ্গে ব্যবহার করা উচিত, কথা বলা উচিত। অদ্যকার আমাদের আলোচনার বিষয় "কেন পশ্চিমারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন, "বিষয় এইটা নয় যে, পশ্চিমাদের কিভাবে ইসলামের দাওয়াত দিতে হবে?" তাদের মুসলমান হওয়ার কারণ বলছি। আর বলার সময় কোদালটাকে কোদালই বলছি। আর বোন, আপনি যথাযথই বলেছেন, অন্য ধর্মের সমালোচনা করা উচিত নয়। কারণ, পবিত্র কুরআনের সূরা আল আনআমের ১০৮ নং আয়াতে বর্ণিত আছে,

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ـ

অর্থাৎ, আল্লাহকে ছাড়া যাদেরকে তারা ডাকে, তাদেরকে গালি দিও না। কেননা, অজ্ঞান বশত তারা সীমা লংঘন করে আল্লাহকেও গালি দিতে পারে।

আপনার অপর প্রশ্ন হল, আমি পশ্চিমা বিশ্বের সমালোচনা করছি। বোন, সমালোচনা করা মানে আমি যেটা বলব যে, কোন প্রমাণ ব্যতীত নয়। আমি যা বলছি তা আমেরিকারই পরিসংখ্যান এর প্রমাণ বিদ্যমান। তাহলে আমাকে দোষ দিচ্ছেন কেন? সমালোচনা করা মানে কোন একটা পয়েন্ট নিয়ে সেটাকে প্যাঁচানো আর এটা পশ্চিমারাই বেশি ব্যবহার করে। পশ্চিমারা খুব গর্বিত যে, তারা খুব স্পষ্টবাদী। তারা বলে যে, আমরা সাহসী, সত্যবাদী।

আলহামদুলিল্লাহ, আর আমিও সত্যবাদী। তারা মিডিয়ায় দেখায় যে, নারীদের খাট করে দেখা হয় আর আমি এফ. বি. আই. -এর রিপোর্ট থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছি। ধর্ষণের যে পরিসংখ্যান আমি দিয়েছি, তা কোন মুসলমান নয়, পশ্চিমারাই লিখেছে। তাই তারা অভিযোগ করতে পারবে না যে, জাকির সমালোচনা করছে। আর এজন্য আমি প্রয়োগ করেছি আমার হিক্‌মা।

আপনি বললেন, ধর্ষণের ঘটনা বিভিন্ন দেশেও ঘটছে; কিন্তু রিপোর্ট করা হচ্ছে না। আমি আপনার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না। ধর্ষণ খুব বেশি হয় পশ্চিমা দেশগুলোতে। কারণ, এটা ওখানে এতই সাধারণ যে রিপোর্টই করা হয় না। খবরের কাগজে খুব সংক্ষিপ্ত আকারে লেখা থাকে। অন্য কোনো দেশে ধর্ষণ হলে হেডলাইনে আসবে। আমি বলছি না যে এখানে ধর্ষণ হয় না। ধর্ষণ সব দেশেই হয়। সবচেয়ে কম ধর্ষণ হয় মুসলিম দেশগুলোতে। যেসব দেশগুলো ইসলামিক হুকুম জারি নেই, সেখানে হয়। পৃথিবীতে সবচেয়ে কম ধর্ষণ হয় সৌদি আরবে। সেখানে ও ধর্ষণ হয়। কারণ সেখানে কতিপয় কুলাঙ্গার রয়েছে। সবচেয়ে কম ডাকাতির ঘটনা ঘটে সৌদি আরবে। অনেক মুসলিম দেশ আছে যারা ইসলাম অনুসরণ করে না, তারা হলো নামধারী মুসলমান। এসব দেশে ধর্ষণের ঘটনা ঘটলে খবরের কাগজে হেডলাইন হয়। কারণ এটা একটা কলঙ্কিত ঘটনা। আর আমেরিকায় এটা হলো দৈনন্দিন জীবন। যেমন একজন রোগী বলল তার যৌনরোগ আছে, চিকিৎসক বলল যে তারও আছে। সুতরাং অবাক হওয়ার কিছু নেই তারা নির্লজ্জ। বোন, আমি যেহেতু সত্যি কথা বলছি, সেহেতু আমাকেও বলতে হয়। আমি ভদ্র ভাষায় বলেছি 'জনগণের সম্পত্তি' গনিকা কিন্তু এটাইতো সত্যি। কোন ব্যক্তি সমালোচনা মনে করলেও কোদালকে আমি কোদালই বলব। পশ্চিমারা (আলহামদুলিল্লাহ) এ রকম স্পষ্ট কথাই পছন্দ করে।

আপনি যদি খ্রিস্টানদেরকে বলেন, তোমরা শিরক কর না। এসব থামাও। এটা তোমাদের জন্য মঙ্গল। একথা আপনি যত ভদ্রভাবে শুনান, সে কষ্ট পাবেই। কোন মানুষকে মিথ্যা হতে পরিত্রাণ করতে চাইলে সে কষ্ট পাবেই। আপনি যদি খুব ভদ্রভাবেও কোন খ্রিস্টানকে জিজ্ঞেস করেন, 'কেন তুমি যীশু খ্রিস্টের পূজা কর?" তারপরও সে কষ্ট পাবে।

আমি তাদের অপমান করার জন্যই এভাবে উত্থাপন করেছি। আমি এখানে শুধু তাদেরই পরিসংখ্যান দিয়েছি। এই হল আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর।

আপনার তৃতীয় প্রশ্নটা হলো কেন মুসলিম পণ্ডিত শুধু মহিলাদের কথা বলে পুরুষদের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে উদাসীন কেন? বোন, আমার "ইসলামে নারীদের অধিকার" ক্যাসেটটি আপনি দয়া করে দেখবেন। আমার বক্তব্য শুনে লোকজন প্রশ্ন করেছিল আমি কখন 'ইসলামে পুরুষের অধিকার' নিয়ে বলব। আমি আমার ক্যাসেটে বলেছি নারীদের সাথে পুরুষের কি ধরনের ব্যবহার করা উচিত। এমনকি আজকেও আমি যখন হিজাবের কথা বলছিলাম,

তখন ঠিক সেই কথাটাই বলেছি যা আপনি বলেছেন। সাধারণ মুসলিম বক্তারা মহিলাদের হিজাবের কথা আলোকপাত করেন। কিন্তু আল্লাহ বলেছেন প্রথমে পুরুষের হিজাবের কথা। আপনি যদি ইসলামের নিরপেক্ষ রাস্তা দেখতে চান, আমার ভিডিও ক্যাসেটগুলো একটু দেখুন। সেখানে আপনি দেখতে পাবেন, একজন স্বামী তার স্ত্রীর সাথে কি রকম ব্যবহার করবে, তার দায়িত্ব ও কর্তব্য কি সেসব কথা। অনেক পুরুষই আমার এ ধরনের কথা পছন্দ করে নি।

বোন, আমি প্রথমেই বলেছি যে, ইসলাম পুরুষ ও মহিলাদের ভেতর সাম্যবাদে বিশ্বাস করে। তবে সাম্যবাদ মানে অভিন্নতা নয়। পুরুষ-মহিলা সমান কিন্তু তারা অভিন্ন নয়। আমি আমার বক্তব্যে মহিলাদের আধ্যাত্মিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আইনগত ও শিক্ষার অধিকারের কথা আলোকপাত করেছি। পশ্চিমা বিশ্ব যে মানব সভ্যতার কথা বলে সেটা ছদ্মাবরণ মাত্র। দৈহিক নির্যাতন করা, সম্মানের অবমাননা এবং আত্মাকে বঞ্চিত করা ব্যতীত আর কিছুই করে না তারা। মহিলাদের অধিকারের কথা বলে তাদেরকে উপপত্নীর, রক্ষিতা হিসেবে নিম্নস্তরে নিক্ষেপ করছে তারা। তারা পরিণত করছে আনন্দ, পিয়াসী আর সেক্স ব্যবসায়ীদের খেলনার পুতুল হিসেবে। আর্ট এবং কালচারের রঙ্গীন জগতে তাদেরকে প্রলোভিত ও অপব্যবহার করছে। পুরুষ ও মহিলা মানুষ হিসেবে অভিন্ন। কিন্তু তাদের দৈহিক ও মানসিক গঠন ভিন্ন প্রকৃতির। পুরুষরা মহিলাদের সব কাজ করতে পারে না। অনুরূপ মহিলারাও পুরুষদের সব কাজ করতে পারে না। আমি এখন থেকে সন্তান ধারণ ও জন্মদান করতে পারব না।

পবিত্র হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে–

অর্থাৎ, একলোক নবীজির কাছে এসে বলল, পৃথিবীতে আমার ভালোবাসা ও সাহচর্য সবচেয়ে বেশি কার প্রাপ্য? নবীজি বললেন, তোমার মা'র। লোকটি বলল, এরপর কার? তোমার মা'র। লোকটি বলল, এরপর কার। তোমার মা'র। লোকটি বলল, এরপর কার? তিনি বললেন, তোমার পিতার। তারপর নিকট আত্মীয়, তারপর পর্যায়ক্রমে।

এর অর্থ হল চারভাগের তিনভাগ ভালোবাসা আর সাহচর্যের দাবিদার মা আর এক ভাগ মাত্র পিতার। এখন আমি বলতে পারব না যে, মাকে এত বেশি অধিকার দেয়া হল কেন, আমিও সন্তানের জন্ম দেব। মনে করুন, একটা ক্লাসে দুইজন ছাত্র আছে, "A" আর "B"। তারা দুজনেই ১০০ নাম্বারের মধ্যে ৮০ নাম্বার পেয়ে যৌথভাবে প্রথম হলো। প্রশ্নের খাতায় ১০টি প্রশ্ন ছিল যার প্রত্যেকটিতে ১০ নাম্বার। এখন, এক নাম্বার প্রশ্নের উত্তরে যার নাম "A" সে ১০ এর মধ্যে ৯ পেয়েছে। আর "B" পেয়েছে ১০-এর ৭। তাহলে ১ নাম্বার প্রশ্নে "A" এর চেয়ে উত্তম। ২নং প্রশ্নে "B" ১০ই পেল ৭ আর "B" পেল ১০-এর মধ্যে ৯। তাহলে ২ নং প্রশ্নের "B" এর চেয়ে উত্তম। বাকি ৮টি প্রশ্নের উত্তরে দুজনই ১০-এ ৮ পেল। সব মিলিয়ে দুজনেই ১০০-তে পেয়েছে ৮০। তবে ১ নং প্রশ্নে "B" "A" এর চেয়ে উত্তম। এমনিভাবে, পুরুষ আর মহিলা সমান; কিন্তু তারা একই রকম নয়। মনে করুন, কোনো বাড়িতে ডাকাত আসল ডাকাতি করার জন্য। আমি বলব না যে, পুরুষ আর মহিলা সমান। আমি আমার স্ত্রী আর বোনকে বলব না গিয়ে মারামারি করতে।

পবিত্র কুরআনের সূরা নেসার ৩৫ নং আয়াতে বর্ণিত আছে–

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ ـ

অর্থাৎ, পুরুষরা মহিলাদের নেতা (তত্ত্বাবধায়ক)।

দৈহিক শক্তির দিক থেকে পুরুষ সুবিধাজনক অবস্থান রয়েছে। আর কিছু কিছু ব্যাপারে মহিলারা সুবিধাজনক অবস্থানে। সব মিলিয়ে পুরুষ-মহিলা সমান। "স্বামীর কর্তব্য" নিয়ে ইসলামিক কোন পুস্তক নেই। ইনশাআল্লাহ, আপনি গবেষণা করে বক্তব্য দেবেন। আল্লাহ আপনাকে সাহায্য করবেন। আপনি যেহেতু রিভার্ট হয়েছেন, আপনি যে কোন বক্তব্য দিলে সেটার প্রভাব ভালমতো পড়বে। আমি অনুরোধ করব আমার ক্যাসেটগুলো দেখুন। আপনার ধারণা পরিবর্তন হবে। আশা করি উত্তর পেয়েছেন।

প্রশ্ন। আস্‌সালামু আলাইকুম। পুরাতন দিনের ইতিহাস বলে যে, আমরা লক্ষ্যবস্তু করতাম কাফের নেতাদেরকে। বর্তমানে পৃথিবীতে প্রায় প্রতি তিনজনের মধ্যে একজন মুসলমান। আমার মনে হয়, মুসলিম উম্মার জন্য এখন একটা নেতৃত্বের প্রয়োজন। এখন কি আমাদের উচিত নয়, বিভিন্ন দেশের নেতাদের লক্ষ্যবস্তু নির্দিষ্ট করে দাওয়াতী কাজ করা?

ডা. জাকির নায়েক ঃ আপনি অত্যন্ত সুন্দর প্রশ্ন রেখেছেন। ইসলাম সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে। কিন্তু আমাদের কোন নেতা নেই। প্রত্যেক দেশের মুসলিম নেতাদের লক্ষ্যবস্তু নির্দিষ্ট করা উচিত কি-না। হ্যাঁ উচিত। এমনকি অন্য ধর্মের নেতাদেরও টার্গেট করা উচিত। আমাদের একজন যোগ্য নেতা প্রয়োজন। ইসলাম নেতৃত্বে বিশ্বাস করে। খিলাফতের পরিসমাপ্তি ঘটে সর্বশেষ তুরস্কে। আবার খিলাফত কায়েম করা উচিত। আমাদের একজন খলিফা থাকা উচিত। সমস্ত পৃথিবীতে অনেকেই চেষ্টা করে যাচ্ছেন নতুন করে খিলাফতকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য। আল্লাহ তাদের সহায়তা দান করুন। দোয়া করি মুসলিম উম্মার মধ্য থেকে একজন নেতা তৈরি হোক। নেতৃত্ব থাকলে আমরা অনেক কিছুই করতে পারব। তাই আমাদেরকে ভাল নেতা খুঁজে বের করতে হবে। বর্তমান সময়ে মুসলিম দেশগুলোর কতিপয় নেতারাই কুরআন সুন্নাহ মেনে চলেন না। যখনই কোন ইসলামি নেতৃত্ব আসে, অমুসলিমরা তাকে খাট করার চেষ্টা করে। তারা তাদের কাজ করছে। আমাদেরকে আমাদের যোগ্যতা সম্পন্ন ইসলামি নেতৃত্ব খুঁজে বের করা জরুরী হয়েছে।

সমাপনী বক্তব্য

ধন্যবাদ ডা. জাকির নায়েককে তার জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করার জন্য। ইসলামের প্রসারের জন্য আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো আমরা জানতে পারলাম। আমরা তাকে করতালির মাধ্যমে অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি।